NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ পরীক্ষার স্বচ্ছতার প্রশ্নে যাদবপুরে নতুন বিতর্ক

২০ লক্ষের কম গৃহঋণে জোরপূর্বক সম্পত্তি দ'ল নয়, বার্তা হাইকোর্টের ৩

কলকাতা ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ১২ পৌষ ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১৯৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.12.2025, Vol.19, Issue No. 194, 8 Pages, Price 3.00

প্রায় ৩২ লক্ষ 'আনম্যাপড' ভোটারকে শুনানিতে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা ঘিরে বড়সড় উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রের খবর, প্রথম দফাতেই ডাকা হচ্ছে তাঁদের, যাঁদের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে 'ম্যাপিং' করা যায়নি। এই শ্রেণির ভোটারের সংখ্যা রাজ্য জুড়ে প্রায় ৩২ লক্ষ।

আগামী মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে এসআইআর-শুনানি শুরু হচ্ছে। কমিশন সূত্রে খবর, প্রথম দফায় ডাকা হচ্ছে 'নো ম্যাপিং' তালিকায় থাকা ভোটারদের। যাঁরা এনুমারেশন ফর্মে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে নিজেদের কোনও যোগ দেখাতে পারেননি, তাঁরা 'নো ম্যাপিং' তালিকাভুক্ত। শুনানিতে তাঁদের নথি খতিয়ে দেখা হবে।

এই লক্ষাধিক ভোটারের শুনানির জন্য রাজ্যজুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে প্রায় ৩,২৩৪টি শুনানি কেন্দ্র। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় থাকছে গড়ে ১১টি করে কেন্দ্র। শুনানি কক্ষে উপস্থিত থাকবেন সংশ্লিষ্ট ইআরও, এইআরও ও কমিশন-নিযুক্ত এক জন করে মাইক্রো রোল অবজার্ভার। কলকাতায় শুনানি কেন্দ্র সরকারি

ছবি: অদিতি সাহা

দপ্তর ও বিভিন্ন কলেজ ভবনে। জেলাগুলিতে শুনানি চলবে বিডিও অফিস ও ব্লক স্তরের সরকারি ভবনে। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেই প্রতিটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করছেন ইআরও-রা। কমিশনের বক্তব্য স্পষ্ট বক্তব্য, 'শুনানির পুরো প্রক্রিয়ায় নজরদারির দায়িত্বে থাকবেন মাইক্রো অবজার্ভাররা, তাঁরা সকলেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী।' প্রাথমিকভাবে রাজ্যের বাইরে থেকে কর্মী আনার আলোচনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে, 'যাঁরা মাইক্রো অবজার্ভার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা।' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা এসেছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের তরফে। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, 'যাঁরা আনম্যাপড ভোটার হিসেবে তলব পেয়েছেন, যদি শুনানিতে সিএএ সার্টিফিকেট দাখিল করতে পারেন, তবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে।'

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের তরফে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে পাঠানো নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকার পিডিএফ থেকে তথ্য রূপান্তরের সময় অসম্পূর্ণতার কারণে বহু ক্ষেত্রে যোগসূত্র পাওয়া যায়নি। অথচ সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ক্ষেত্রে ২০০২ -এর ভোটার তালিকায় নিজের নাম বা বংশগত যোগসূত্র স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত রয়েছে এবং তা সিইও দপ্তরের ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত।

এই পরিস্থিতিতে দপ্তর জানিয়েছে, এমন ভোটারদের শুনানির নোটিস পাঠানো হবে না। ইতিমধ্যে সিস্টেম থেকে যে নোটিস তৈরি হয়ে থাকলেও, তা পাঠানোর জন্য ইআরও/এআরও-র কাছে সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে। যাচাইয়ের জন্য ২০০২ সালের ভোটার তালিকার প্রাসঙ্গিক অংশ সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে পাঠানো হবে। যাচাই সম্পন্ন হলে ইআরও/এআরও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে নথি আপলোড করবেন। প্রয়োজনে বিএলও-দের মাঠে পাঠিয়ে ভোটারের সঙ্গে ছবি তুলে সেটিও আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে পরবর্তীতে যদি হার্ড কপির সঙ্গে কোনও অসঙ্গতি ধরা পড়ে, অথবা অভিযোগ আসে, সে ক্ষেত্রে নোটিস দিয়ে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে শুনানিতে ডাকা যেতে পারে।

নিরাপত্তা বাড়ছে সিইও দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর শুনানি পর্বের প্রথম দিনেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হল। বিএলও সংগঠনের টানা বিক্ষোভ ও উত্তেজনার প্রেক্ষিতে গত সপ্তাহেই সিইও দপ্তরের নিরাপত্তা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছিল। শনিবার সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হল।

এসআইআর প্রক্রিয়া ঘোষণার পর থেকেই কাজের চাপ-সহ একাধিক দাবিতে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে নামেন বিএলও-রা। কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের বাইরে অবস্থান-বিক্ষোভে বসে 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'। খসড়া

ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দপ্তরের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা হলে সিইও দপ্তরের বাইরে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। সেই ঘটনার পরই দপ্তরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে প্রশাসনিক মহলে। যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে আগেই নিরাপত্তা বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছিল।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, শনিবার থেকে সিইও দপ্তরে ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর চার থেকে পাঁচ জনের একাধিক দল দায়িত্বে থাকবে। সব মিলিয়ে এক সেকশন বাহিনী মোতায়েন থাকার সম্ভাবনা। নিরাপত্তার দায়িত্ব মূলত সিআইএসএফ জওয়ানদের হাতে থাকছে। ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তায় সাধারণত ৮ থেকে ১১ জন জওয়ান থাকেন, সঙ্গে ১ থেকে ২ জন কম্যান্ডোও মোতায়েন থাকে।

একই সঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল-এর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও বাড়ানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁকে ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনাধীন।

শুনানি পর্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিইও দপ্তরে এই বাড়তি নিরাপত্তা মোতায়েন প্রশাসনিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ভোটার তালিকা: কমিশনকে প্রশ্নবাণ অভিষেকের

জবাব জানতে ৩১ ডিসেম্বর 'দিল্লি চলো'

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর নিয়ে 'অসঙ্গতির পাহাড়'-এর অভিযোগকে সামনে রেখে ফের সরব তৃণমূল কংগ্রেস। ঠিক কারা সেই ১ কোটি ৩৬ লক্ষ, এই প্রশ্নের জবাব জানতে ৩১ ডিসেম্বর দিল্লির পথে নামবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে থাকবেন দলের প্রথম সারির আরও কয়েক জন নেতা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক করেই এই বিতর্কিত ইস্যুগুলি তোলা হবে, শনিবার এমনটাই জানান ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

অভিষেকের সোজাসাপটা দাবি, 'যদি সত্যিই ১ কোটি ৩৬ লক্ষ নাম বাতিলের তালিকায় থাকে, তাহলে সেই তালিকা জনসমক্ষে ছাপিয়ে দেখাক কমিশন।' একই সঙ্গে তাঁর চ্যালেঞ্জ, যদি এক কোটি অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা থাকার দাবি করা হয়, তারও সরকারি নথি দেখাতেই হবে। না হলে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'তালিকা প্রকাশ করুন, নয়তো বাংলার মানুষের সামনে কান ধরে ক্ষমা চান।' ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার দায় কার, এই প্রশ্নও তুলেছেন অভিষেক। কটাক্ষ করে বলেছেন, বিএলও ও ইআরও-র দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে কাজ করতে এক মাসের বেশি সময় নিল, তা নাকি হঠাৎ কয়েক ঘণ্টায় হয়ে গেল! কী আশ্চর্য সফটওয়্যারই এমন জাদু দেখাল? তৃণমূল নেতার দাবি, এই সংক্রান্ত একাধিক স্ক্রিনশট তাঁদের হাতে রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিক সীমা খন্না-র ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। কড়া প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, কোন নির্দেশে কাজ করছেন ওই আধিকারিক? তাঁর সঙ্গে হওয়া কথোপকথনের স্ক্রিনশটও তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে রয়েছে বলে দাবি। সেখানে নাকি স্পষ্টই লেখা, সফটওয়্যারের গলদের কারণেই এই বিপর্যয়।

তৃণমূলের অবস্থান একেবারে পরিষ্কার, এই সব প্রমাণ সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়বে। অভিষেকের দাবি, 'রাজ্যের সরকার কাউকে আড়াল করছে না। যদি সত্যিই তালিকা থাকে, প্রকাশ করতে সমস্যা কোথায়?' তাঁর অভিযোগ, তালিকা জনসমক্ষে না এনে ভয় ও বিভ্রান্তির রাজনীতি করা হচ্ছে। আর সেটাকেই তিনি দেখছেন গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠুর আঘাত হিসেবে।

পাল্টা অভিষেককে খোঁচা দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস আগে বলুক নির্বাচন কমিশন এসআইআর কেন করছে? বাংলার ভোটার লিস্ট তৃণমূলের মর্জিমত হলে তা কোনওদিন স্বচ্ছ তালিকা হবে না। তৃণমূলের নেতারা আগে এই প্রশ্নের উত্তর দিক।'

ওডিশায় পরিযায়ী শ্রমিক খুন

সমাজমাধ্যমে ফের সরব মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু মানুষের উপর নির্যাতন ও নিধনের প্রতিবাদে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তিনি এই ঘটনাকে মানবতার উপর আঘাত বলে বর্ণনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, প্রতিটি ধর্ম ও ভাষার মানুষের জীবনের মূল্য সমান। কোথাও মানুষের মৃত্যু হলে তা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'বাংলা ভাষা বলা কোনও অপরাধ হতে পারে না।'

শনিবার সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ এক পোস্টে তিনি বিজেপি ও ওডিশা সরকারকে সরাসরি আক্রমণ করে লেখেন, 'প্রতিটি বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষদের উপর যে নির্মম অত্যাচার ও নিগ্রহ চলছে, তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার দৃঢ় অবস্থান নেবে।'

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে ধারাবাহিক অত্যাচারের খবর সামনে আসছে, তা গভীর উদ্বেগের। তিনি জানান, নিপীড়িত ও আতঙ্কিত মানুষের পাশে থাকার নৈতিক দায় রয়েছে সকলের। বিশেষ করে সংখ্যালঘু পরিবারগুলির নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষায় দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। পোস্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, বাংলা

ভাষা বা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মানুষের উপর আঘাত মানে মানবতার উপর আঘাত। এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে নীরব থাকা যায় না। তিনি জানান, নির্যাতিতদের জন্য তাঁর সহমর্মিতা ও সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, প্রতিবেশী দেশের এই ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এসেছে বলে মত পর্যবেক্ষকদের।

তিনি এও জানিয়েছেন যে নিহত জুয়েল রানাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ইতিমধ্যে সুতি থানায় জিরো এফআইআর রুজু করেছে, ইতিমধ্যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ওডিশা যাচ্ছে রাজ্য পুলিশের একটি দল।

গত ২৪ ডিসেম্বর রাতে সম্বলপুরে জুয়েল রানার সঙ্গে ঘটে যাওয়া সেই দুঃসহ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে শিউড়ে উঠেছিলেন তাঁরই সহকর্মী। তাঁর বয়ানেই জানা যায়, প্রথমে বিড়ি চাইতে এসে কয়েকজন তাঁদের আধার কার্ড দেখতে চান। তারপরই জুয়েলকে মারধর শুরু হয়। 'বাংলাদেশি' বলে সন্দেহ করে অত্যাচার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। শেষমেশ জুয়েলকে আর বাঁচানো যায়নি। এমনকী তাঁর দুই সহকর্মীও আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

নন্দীগ্রাম পুলিশকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রামের থানায় ঢুকে চড়া মেজাজে পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দিনদুয়েক আগে তৃণমূলের 'উন্নয়নের পাঁচালি'-র টোটো ভাঙচুরের ঘটনায় এক বিজেপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ। শুধু তা-ই নয়, ওই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে হেনস্থার অভিযোগও উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই শনিবার সকালে থানায় যান শুভেন্দু। পুলিশকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতে ফল ভুগতে হবে!' থানায় গিয়ে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে শুভেন্দু প্রশ্ন করেন, 'কে গিয়েছিলেন? কে ওই মহিলাকে হেনস্থা করেছেন? কে বাচ্চাটিকে ফেলে দিয়েছেন? আমি জানতে চাই। থানায় কি গুন্ডা-মস্তানরা চাকরি করছে?'

দিনদুয়েক আগে নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের 'উন্নয়নের পাঁচালি'-র টোটোর উদ্বোধন হয়। শাসকদলের অভিযোগ, সেই টোটোতে ভাঙচুর চালান স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। ছিঁড়ে ফেলা হয় পোস্টার এবং ফ্লেক্স। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পর নন্দীগ্রাম থানায়

কয়েক জন বিজেপি নেতার নামে অভিযোগ দায়ের করে তৃণমূল। তারও ২৪ ঘণ্টা পর নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মণ্ডল সভাপতির ভাইকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তবে বিজেপির অভিযোগ, শুক্রবার রাতে ওই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যায় সাদা পোশাকের পুলিশ। তখন ওই বিজেপি কর্মী বাড়িতে ছিলেন না। তাঁকে না-পেয়ে তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে হেনস্থা করা হয়। এমনকি, মারধরেরও অভিযোগ ওঠে। তার পরেই শনিবার সকালে নন্দীগ্রাম থানায় উপস্থিত হন শুভেন্দু। সঙ্গে ছিলেন ওই বিজেপি কর্মীর পরিবারের লোকেরা। এক মহিলা এবং শিশুকে ওই কর্মীর স্ত্রী-পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে শুভেন্দু প্রশ্ন করেন, 'মাঝরাতে কার অনুমতিতে মহিলার শাড়ি-ব্লাউজ ছেঁড়া হল?'

দিল্লিতে 'অপারেশন আঘাত'

উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র ও মাদক

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর: ইংরেজি নববর্ষ উদযাপন উৎসবের আবহে দিল্লি জুড়ে মাদক বিরোধী অভিযান শুরু করল পুলিশ। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া অভিযানে শনিবার সকাল পর্যন্ত ২৮৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এই অভিযানের পোশাকি নাম 'অপারেশন আঘাত ৩.০'। বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ মাদকের পাশাপাশি লাইসেন্স বিহীন আগ্নেয়াস্ত্র এমনকি, চুরি যাওয়া মালপত্রও উদ্ধার হয়েছে অভিযানে। ধৃতদের বিরুদ্ধে, চুরি, অস্ত্র আইন, আবগারি আইন, এনডিপিএস আইন (মাদকবিরোধী আইন) এবং জুয়া প্রতিরোধ আইন-সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

জুয়াচক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে ৩১০টি মোবাইল ফোন এবং নগদ ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। এ ছাড়া ২১টি দেশি পিস্তল, ২০ রাউন্ড কার্তুজ, ২৩১টি বাইক এবং একটি গাড়িও উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। বর্ষবরণ উৎসবের জমায়েতের মধ্যে অপরাধ ঠেকানার লক্ষ্যেই এই অপারেশন বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশের দাবি। এই উদ্দেশ্যে বর্ষবরণ উৎসবের প্রাক্কালে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ৫০৪ জনকে আটক করা হয়েছে। তার মধ্যে সংগঠিত অপরাধচক্রের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে অন্তত ১১৬ জনের।

আজ মুখ্যসচিব সম্মেলনে ভাষণ দেবেন মোদী

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর: নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় মুখ্যসচিব সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি রবিবারও এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন। এবং মুখ্যসচিবদের এই বৈঠকে ভাষণ দেবেন। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এই তিন দিনের সম্মেলনের লক্ষ্য হলো জাতীয় উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে কাঠামোগত ও ধারাবাহিক সংলাপের মাধ্যমে কেন্দ্র-রাজ্য অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করা।

প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজম-এর ভাবনায় অনুপ্রাণিত এই সম্মেলনটি এমন একটি মঞ্চ যেখানে কেন্দ্র ও

রাজ্যগুলি একসঙ্গে কাজ করে দেশের মানবসম্পদের সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার এবং সমন্বিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত উন্নয়নের জন্য একটি যৌথ রোডম্যাপ তৈরি করে।

'নৈরাজ্যের' বাংলাদেশে জেমসের অনুষ্ঠানে ইটবৃষ্টি

ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর: 'নৈরাজ্যের' বাংলাদেশে রক গায়ক জেমসের অনুষ্ঠান ভন্ডুল হয়ে যাওয়া নিয়ে এ বার মুখ খুলল সে দেশের জেলা প্রশাসন। ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের দাবি, সার্বিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই অনুষ্ঠানটি বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়।

শুক্রবার ফরিদপুর জেলা স্কুলের মাঠে একটি কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশি সঙ্গীতশিল্পী জেমসের। কিন্তু কনসার্ট শুরুর আগেই এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। 'বহিরাগত' কিছু লোক সেখানে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। চলে ইটবৃষ্টিও। ওই ঘটনার জেরে বাতিল হয়ে যায় জেমসের অনুষ্ঠান। তাঁর কনসার্ট বাতিলের নির্দেশ দেয় স্থানীয় জেলা প্রশাসনই। অনুষ্ঠান বাতিল হওয়ায় ইতিমধ্যে বিস্তর প্রশ্ন

উঠতে শুরু করেছে।

এই পরিস্থিতিতে এ বার মুখ খুলেছেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান। তাঁর বক্তব্য, শুক্রবার রাতের ওই অনুষ্ঠানটি ছিল ফরিদপুর জেলা স্কুলের নিজস্ব অনুষ্ঠান। সেখানে জায়গাও ছোট ছিল। তার মধ্যে বাইরেও বহু লোকের ভিড় হয়ে গিয়েছিল। জেলা প্রশাসকের দাবি, যাঁরা বাইরে ছিলেন, তাঁরাই ভিতরে প্রবেশ করতে না পেরে ইট-পাটকেল ছুড়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'হালকা মারামারি' হয়েছে, তা-ও মেনে নেন তিনি। কামরুলের কথায়, পড়ুয়া এবং বহিরাগতদের মধ্যে মারামারি হওয়ায় সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা কনসার্টটি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

শুক্রবার ফরিদপুর জেলা বিদ্যালয়ের ১৮৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ওই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। তবে হামলার জেরে তা বাতিল হয়ে যায়। আহত বেশ কয়েক জন ছাত্রও। আয়োজকদের দাবি, হামলাকারীরা 'বহিরাগত'।

আয়োজকদের দাবি, বেশ কয়েক জন বহিরাগত অনুষ্ঠান দেখার জন্য বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে ঢুকতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। তার পরেই তাঁরা ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করেন। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মঞ্চ দখলের চেষ্টার অভিযোগও তুলেছেন আয়োজকেরা। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, 'বহিরাগত' তাণ্ডবে আহত অন্তত ১৫ জন ছাত্র। জানা গিয়েছে, হামলা চালালেও শেষপর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কাছে বাধা পেয়ে অনুষ্ঠানস্থল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন ওই আক্রমণকারীরা। শিল্পীর শারীরিক কোনও ক্ষতি হয়নি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Shweta Avinash Khatavkar D/o. Avinash Khatavakar গত ইং ২০/০৮/২০২৩ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Moriyam সাং ধান্যহানা, ইলাহিপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৭০৭, নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ২৭/১১/২০২৫ তারিখে S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ২৯ নং এফিডেভিট বলে Moriyam ও Shweta Avinash Khatavkar D/o. Avinash Khatavakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Dey Kiran Dibakar, পিতা Dibakar Dey, ঠিকানা (S/O Dibakar Dey Anarbati Antpur Jangipara Hooghly West Bengal Pin 712424). 1st class Judicial Magistrate at Serampore court, Hooghly West Bengal vide affidavit no-15160 Dated-18/12/2025 এর affidavit দ্বারা Kiran Dey নামে পরিচিত হলাম, Dey Dibakar Kiran and Kiran Dey একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, **Sohan Mallick,** S/O Abdul Hasem Mallick, residing at Mallickpara, Tegharia, P.O.-Jugberia, P.S.- Ghola, Dist.-North 24 Parganas, Pin- 700110, W.B., do hereby declare that in my ICSE Certificate, Aadhaar Card, Voter Card & Pan Card my father's name has been recorded as **"Abdul Hasem Mallick"** but in my father's Aadhaar Card, Voter Card & Pan Card his name has been wrongly recorded as **"Hasem Mallick"** S/o- Abdul Mannaf Mallick in place of **"Abdul Hasem Mallick". "Abdul Hasem Mallick"** and **"Hasem Mallick"** are the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Barrackpur Court, North 24 Parganas dt. 23.12.2025.

নাম-পদবী

আমি Soumili Das D/o. Soumen Das গত ইং ১৮/১২/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Alfiya Mallick সাং কামারকুন্ডু, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৭, নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ১৮/১২/২০২৫ তারিখে S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ৪২ নং এফিডেভিট বলে Alfiya Mallick ও Soumili Das D/o. Soumen Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Rangela Bibi, W/O- Lt. Nunal Sekh at Bamundi, PO- Masundi, PS- Bharatpur, Dist-Murshidabad that my actual name Rangela Bibi which has been recorded in my Voter card being no HRL 1070911 but mistakenly noted in 2002 voter list 68 Bharatpur assembly Part No 65, Sl. No 1001 as Akkela Bibi instead of Rangela Bibi. That swearing affidavit 591/25 before Notary public at Kandi Rangela Bibi & Akkela Bibi is same and one identical person.

I, Sagar Sk, S/O- Darbari Sk at Vill & PO- Kunai, PS- Burwan, Dist-Murshidabad . That My actual DOB is 10/09/1975. That my actual name Sagar Sk which has been correctely noted in my Aadhaar card but in my Voter list 2025 card No WB/ 08/ 066/ 021310 my name written Sagar Seikh and Voter list 2002 card No WB/ 08/066/ 021310 my name written as Onirul Seikh. Swearing affidavit 498/24 before Notary public at Berhampore Sagar Sk & Sagar Seikh & Onirul Seikh is same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী বিমল চন্দ্র সরকার, পিতা-কার্তিক চন্দ্র সরকার, সাকিম- সুরুল, পোস্ট –শ্রীনিকেতন, থানা- বোলপুর, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৬ পক্ষে বিগত -ইংরাজী ০৩/০৫/১৯৮৯ সালের রেজিস্ট্রিকৃত ৪নং বহির অন্তর্গত ১৪৫ নং একখণ্ড-আমমোক্তার দলিল বলে নিযুক্তীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী সুনীল সরকার, পিতা বিমল চন্দ্র সরকার, সাকিম- সুরুল, পোস্ট -শ্রীনিকেতন, থানা- বোলপুর, জেলা-বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৬ ।

আমমোক্তারকৃত ভূমির তপশীল

মৌজা- সুরুল, জে. এল- ১০৪, আর-এস ও এল. আর দাগ নম্বর -> ৩২৪০, এল, আর খং নম্বর-১১৫৪, শ্রেণী- পুকুর -আমমোক্তার কৃত ভূমির পরিমান ০৭.১৫ শতক। উপরিউক্ত, আমমোক্তার দলিলটিতে উক্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কাহাকেও কোনপ্রকার আমমোক্তার নিযুক্ত করা নাই কি উক্ত আমমোক্তারনামাটি রিভক করা নাই, এই বিষয় লইয়া - কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বা আইনজীবী সুমনা দেবনাথ (বোলপুর আদালতের আইনজীবী) মহাশয়াকে কিংবা সংশ্লিষ্ট বি.এল & এল আর অফিসে লিখিতভাবে জানাইবেন বা আইন অনুযায়ী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

Sumana Debnath,Advocate
Bolpur court, Birbhum

হারানো এবং প্রাপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রীমতি রানু মুন্না বর্তমান স্বত্বাধিকারী ফ্ল্যাট নং সি, একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ৬৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৩২ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া , মৌজা : বাগজোলা, জেএল নং ২১, এসপি নং ১২৩, এলআর খতিয়ান নং ১২৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৯৬, হোল্ডিং নং ২০৯/৬, বান্ধব নগর কলোনি, বিক্রয় অধিকারীর জন্য চুক্তি অনুযায়ী নং ২০৯, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১১৮, বান্ধব নগর কলোনি, থানা : দমদম, ওয়ার্ড নং ৯, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং ২৭৮৪ -২০১৬ সালের, ৭৬৯৯-২০১৬ সালের, এবং ৭৭০১ -২০১৬ সালের স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে বর্তমান মালিকের হেফাজত থেকে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি ঘুঘুডাঙ্গা থানায় উল্লেখ্য জিডিই নং ৪৬ তারিখ ০৭.১১.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। যেকোনও ব্যক্তির কোনও আপত্তি/দাবি উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে অবশ্যই ১০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিমান কুমার দাস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
অ্যাডভোকেটস
১২/২, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০০১।
ফোন : ০৩৩-৪০০৩-৮৯৫২
মো : ৯৮৩০২৩৮৮৩৬

বিজ্ঞপ্তি

I, Hemadry Singo Roy, S/o- Lt. Namay Singo Roy, (হিমাদ্রী সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই সিংহরায়), Residing at Vill- Ajodhya, Ward No- 10, P.O.- Chandrakona, P.S.- Chandrakona, Dist- Paschim Medinipur, Pin- No- 721201, W.B. According to Aadhaar & PAN card documents my name Hemadry Singo Roy, S/o- Lt. Namay Singo Roy (হিমাদ্রী সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই সিংহ রায়) and my Voter Identity Card my name Himadri Sinharay, S/o- Ltd. Nemai Sinharay (নিলাদ্রী সিংহরায়, পিতা- মৃত নিমাই সিংহরায়) but Regd. Gift dee No- 1643 of 1980, Date of Regn. 09/04/1980, A.D.S.R.- Chandrakona & Land record under P.S. Chandrakona, Mouza- Raghunathgarh, J.L No- 087, Khatian, No- 341 my name Gouranga Singha Roy, S/o- Lt. Nemai Chand Singha Roy (গৌরাঙ্গ সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই চাঁদ সিংহ রায়)
That my name Hemadry Singo Roy, S/O- Lt. Namay Singo Roy (হিমাদ্রী সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই সিংহ রায়), Himadri Sinharay, S.o- Lt. Nemai Sinharay (নিলাদ্রী সিংহরায়, পিতা- মৃত নিমাই সিংহরায়) & NGouranga Singha Roy, S/o- Lt. Nemai Chand Singha Roy (গৌরাঙ্গ সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই চাঁদ সিংহ রায়) am the one & self same identical person. vide an affidavit no 01 before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Ghatal on dated 04/04/2025.

বিজ্ঞপ্তি

I, Nelardi Singharoy, S/o- Lt. Nemaichand Singharoy, (নিলাদ্রী সিংহরায়, পিতা- মৃত নিমাইচাঁদ সিংহরায়), Residing at Vill- Ajodhya, Ward No- 10, P.O.- Chandrakona, P.S.- Chandrakona, Dist- Paschim Medinipur, Pin- No- 721201, W.B. According to Aadhaar & PAN card documents my name Nelardi Singaroy, S/o- Lt. Nemaichand Singharoy (নিলাদ্রী সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাইচাঁদ সিংহ রায়) and my Voter Identity Card my name Niladri Singhary, S/o- Ltd. Nemaichand Sinharay (নিলাদ্রী সিংহরায়, পিতা- মৃত নিমাইচাঁদ সিংহরায়) but Regd. Gift dee No- 1643 of 1980, Date of Regn. 09/04/1980, A.D.S.R.- Chandrakona & Land record under P.S. Chandrakona, Mouza- Raghunathgarh, J.L No- 087, Khatian, No- 342 my name Nityananda Singha Roy, S/o- Lt. Nemai Chand Singha Roy (নিত্যানন্দ সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই চাঁদ সিংহ রায়)
That my name Nelardi Singharoy, S/O- Lt. Nemaichand Singharoy (নিলাদ্রী সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাইচাঁদ সিংহ রায়), Niladri Sinharay, S.o- Lt. Nemaichand Sinharay (নিলাদ্রী সিংহরায়, পিতা- মৃত নিমাইচাঁদ সিংহরায়) & Nityananda Singha Roy, S/o- Lt. Nemai Chand Singha Roy (নিত্যানন্দ সিংহ রায়, পিতা- মৃত নিমাই চাঁদ সিংহ রায়) am the one & self same identical person. vide an affidavit no 28 before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Ghatal on dated 04/04/2025.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

পাঃ দাতা :- 1/ শ্রীমতী কল্পনা মন্ডল স্বামী শ্রী স্বপন মন্ডল, সাং ধোবাগ্রাম, পোঃ সুনুক পাহাড়ী, থানা ও জেলা বাঁকুড়া, 722136, 2/শ্রীমতী আল্পনা মন্ডল স্বামী শ্রী অজিত মন্ডল, সাং লয়াড়া, পোঃ ঘোলকুন্ডা, থানা তালডাংরা, জেলা বাঁকুড়া, 722152. পাঃ নং:- I-010104538/2022 (1/8/22) পরিমান 88 শতক, P-481, K-206. পাঃ গ্রহীতা :- 1/ শ্রী প্রশান্ত ঘোষাল পিতা শ্রী গুরুপদ ঘোষাল, সাং পায়রাচালী, পোঃ দুবরাজপুর, থানা ইন্দপুর, জেলা বাঁকুড়া, 1/ শ্রী বরুন ঘোষ পিতা শ্রী সুনীল বরণ ঘোষ, সাং ঝরিয়া, পোঃ ভাগাবাঁধ, থানা ও জেলা বাঁকুড়া, 722146. 1/ কোবালা গ্রহীতা:- শ্রীমতী মামনী কুম্ভকার স্বামী স্নেহাশীষ কুম্ভকার সাং বিনোদ নগর, পোঃ হীরাপুর, থানা ও জেলা বাঁকুড়া। মৌজা কোকিলপুর, J.L. No. 12, দাগ - 481, K-206, পরিমান - 8.91 শতক, দলিল নং I-010803927/2025, পাঃ নং:- 4538/2022. 2/ কোবালা গ্রহীতা :- শ্রী প্রশান্ত কুম্ভকার পিতা শ্রী অমর কুম্ভকার সাং বিনোদ নগর, পোঃ হীরাপুর, থানা ও জেলা বাঁকুড়া। মৌজা কোকিলপুর, J.L. No. 12, দাগ - 481, K-206, পরিমান - 6.63 শতক, দলিল নং- I-010803926/2025. 3/ কোবালা গ্রহীতা :- শ্রী মথুর গোড় পিতা ৺হরিপদ গোড় সাং কল্যানী, পোঃ হীরাপুর, থানা ও জেলা বাঁকুড়া। মৌজা কোকিলপুর, J.L. No. 12, দাগ - 481, K- 206, পরিমান- 72.5 শতক, দলিল নং- I-010803925/2025, পাঃ নং:- 4538/2022. উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura Enrol No. F/423/652/2017

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা মীরা চক্রবর্তী** স্বামী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সাকিম ধেমুয়া, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়া বিগত ইং ০৭/০২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01238/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **২)শ্রী সনুপ চক্রবর্তী** পিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সাকিম ধেমুয়া, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয় বিগত ইং ০৫/০৯/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-08484/2023 নং এবং বিগত ইং ১৩/০৯/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-08742/2023 নং এবং বিগত ইং ২২/০৯/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03191/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে- **ক)জহির বক্স** পিতা মরহুম জাহান বক্স, সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ ও **খ)শ্রী শুকদেব ধাড়া**, পিতা ৺কানাই ধাড়া, সাকিম ধেমুয়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়/মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা **ক)জহির বক্স ও খ)শ্রী শুকদেব ধাড়া**, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ১১/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-15086/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মনিরা খাতুন** স্বামী জহির বক্স, সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়াকে তপশীল – জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ধেমুয়া, জে.এল. নং ১৪০, হাল এল. আর ৬১৫ ও ৪০৩ নং খতিয়ান হইতে ১)আর.এস. ১৫৯ তথা হাল এল. আর ২৩৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১১০ শতক তন্মধ্যে ২২ শতক ও ২)আর.এস. ৫৯৪ তথা হাল এল. আর ১৪২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৪ শতক মধ্যে ৩৬ শতক তন্মধ্যে ১৮ শতক, ৩)আর.এস. ১১১ তথা হাল এল. আর ১৪৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৯৬ শতক মধ্যে ০৩ শতক তন্মধ্যে ১.৫ শতক, একুনে তিনটি দাগে দুইটি খতিয়ান হইতে ৪১.৫ শতক বিক্রয় করিয়াছি এবং বিগত ইং ১১/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-15085/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী বন্দনা ধাড়া** স্বামী অরবিন্দ ধাড়া, পিতা শুকদেব ধাড়া, সাকিম বেনেযমুনা, কিংকরবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৭ মহাশয়াকে, তপশীল – জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ধেমুয়া, জে.এল. নং ১৪০, হাল এল. আর ৬১৫ ও ৪০৩ নং খতিয়ান হইতে ১)আর.এস. ১৫৯ তথা হাল এল. আর ২৩৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১১০ শতক তন্মধ্যে ২২ শতক ও ২)আর.এস. ৫৯৪ তথা হাল এল. আর ১৪২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৪ শতক মধ্যে ৩৬ শতক তন্মধ্যে ১৮ শতক, ৩)আর.এস. ১১১ তথা হাল এল. আর ১৪৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৯৬ শতক মধ্যে ০৩ শতক তন্মধ্যে ১.৫ শতক, একুনে তিনটি দাগে দুইটি খতিয়ান হইতে ৪১.৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে (৪১.৫ শতক + ৪১.৫ শতক) উক্ত তপশীল হইতে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১) মনিরা খাতুন** স্বামী জহির বক্স, এবং **২) শ্রীমতী বন্দনা ধাড়া** স্বামী অরবিন্দ ধাড়া, পিতা শুকদেব ধাড়া, মহাশয়/মহাশয়া তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **জহির বক্স ও শ্রী শুকদেব ধাড়া (আমমোক্তারদ্বয়)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী শঙ্করী ঘোষ** স্বামী তারক চন্দ্র ঘোষ, সাকিম ঘোষালিয়া, ডুমুরদহ, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫, **২)শ্রীমতী অলোকা চাঁই** স্বামী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চাঁই, সাকিম পাঁচলকি, মোড়পুকুর, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৫০, **৩)শ্রীমতী লিপিকা ঘাউ** স্বামী শ্রী জহর ঘাউ, সাকিম মনিরামপুর, বেগমপুর, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৩০৪, **৪)শ্রীমতী মনিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, সাকিম চক গোয়ালাপাড়া, বৈদ্যবটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২, **৫)শ্রীমতী কনিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ, সাকিম ঘোষপাড়া, সুলতানগাছা, পোলবা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়/মহাশয়াগণ, বিগত ইং ২০১৭ সালে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00026/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অশোক কুমার দত্ত** পিতা ৺ভুপেশ চন্দ্র দত্ত, সাকিম ৩ নং শান্তিপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও সম্পত্তির অপর শরিকগণের **(১)শ্রী অর্জুন ঘোষ, ২)শ্রী মুকুন্দ ঘোষ, ৩)শ্রী লালমোহন ঘোষ, ৪)শ্রী উদয় ঘোষ** সকলের পিতা ৺বিশ্বনাথ ঘোষ) সহিত যৌথ ভাবে দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ১৫/০৩/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-00979/2017 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, তপশীল– জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুড়িগাছি, জে.এল. নং ২০, হাল এল. আর ৫৬৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৫৪৩ নং তথা হাল.এল.আর. ১৫৫২ নং দাগে শালি জমি ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি, **শ্রী সুজিত গুপ্ত** পিতা ৺ছোটেলাল গুপ্ত, সাকিম ভিশাউলি, কান্ধারাপুর, আজমগড়, উত্তরপ্রদেশ-২৭৬১৩৫ মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **শ্রী সুজিত গুপ্ত** পিতা ৺ছোটেলাল গুপ্ত, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮শে ডিসেম্বর। ১২ই পৌষ। রবি বার। অষ্টমী তিথি।জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্রর ও, বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ।মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভূমি দপ্তরের কাজ স্বচ্ছ করতে নয়া ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ তৈরির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ভূমি দপ্তরের কাজকে আরও স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে নতুন একটি ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। জমি সংক্রান্ত নথি, মানচিত্র, চরিত্রগত সমস্ত তথ্যকে এক ছাতার তলায় আনতেই এই পদক্ষেপ। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের দায়িত্বে রয়েছে ডিরেক্টরেট অফ ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভে (ডিএলআর অ্যান্ড এস)। প্রস্তাবিত এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের নাম রাখা হচ্ছে ইউনিফায়েড ল্যান্ড জিআইএস। রাজ্যের ভূমি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য এটিকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ডিজিটাল উৎস হিসেবে গড়ে তোলা হবে। বর্তমানে বিভিন্ন দপ্তরে আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করছে জমির রেকর্ড ও ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপ সংক্রান্ত একাধিক সিস্টেম। তার ফলে তথ্যের পুনরাবৃত্তি, দেরি এবং অসঙ্গতির সমস্যা প্রায়শই দেখা যায়। নতুন এই প্ল্যাটফর্মে সব তথ্য একত্রিত হলে সেই সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, 'ইউনিফায়েড ল্যান্ড জিআইএস' এমন ভাবে তৈরি করা হবে যাতে সাধারণ মানুষ ও সরকারি আধিকারিক; দু'পক্ষই সহজে ব্যবহার করতে পারেন। ওয়েবের পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেও জমির মানচিত্র দেখা, স্পেশ্যাল কোয়েরি করা এবং জিআইএস-ভিত্তিক রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব হবে। এর ফলে দৈনন্দিন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে সময় কমবে এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

প্রশাসনিক সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই উদ্যোগ রাজ্যের ভূমি শাসন ব্যবস্থাকে আধুনিক করার বৃহত্তর পরিকল্পনারই অংশ। একীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু হলে ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরের কাজের গতি বাড়বে, হাতে-কলমে কাজের উপর নির্ভরতা কমবে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় উন্নত হবে।

নতুন অ্যাপটি এমন ভাবে ডিজাইন করা হবে, যাতে বর্তমান দপ্তরগুলির বিদ্যমান ডেটাবেস ও ওয়ার্কফ্লোর সঙ্গে সহজেই যুক্ত করা যায়। ফলে নতুন ব্যবস্থা রূপান্তরের সময় দপ্তরের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না বলেই দাবি প্রশাসনের। প্রকল্পটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে; প্রথমে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, তার পরে দীর্ঘমেয়াদি অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স।

প্রশাসনিক মহলের মতে, এই প্রকল্প এককালীন প্রযুক্তি আপগ্রেড নয়, বরং রাজ্যের স্থায়ী ডিজিটাল পরিকাঠামো হিসেবে গড়ে তুলতেই এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। একবার পুরোপুরি চালু হলে জমি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া সহজ হবে, তথ্যের অমিল থেকে জন্ম নেওয়া বিরোধ কমবে এবং রাজ্যের ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় হবে বলেই মনে করছে নবান্ন।

প্রথম ধাক্কায় হাওড়ায় প্রায় ২ লাখ ভোটারকে ডাক, এসআইআর শুনানিতে কমিশনের কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া জেলায় বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়ার প্রথম দফায় প্রায় দুই লক্ষ নাগরিককে শুনানির নোটিস পাঠাল নির্বাচন কমিশন। শনিবার থেকেই শুরু হচ্ছে এই বিশাল শুনানি পর্ব। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, গ্রামীণ অঞ্চলে ব্লক কার্যালয়গুলিতেই হবে শুনানি; শহরাঞ্চলে প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় গড়ে দুই থেকে তিনটি করে কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

নিরাপত্তা নিয়ে কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট; কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বা বিএলএ-র প্রবেশ নয়। ডাকা ব্যক্তিই কেবল শুনানি কক্ষে উপস্থিত থাকতে পারবেন। থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলও, ইআরও, কমিশনের নিযুক্ত মাইক্রো-অবজার্ভার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। প্রত্যেক কেন্দ্রেই নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে।

জেলাশাসক ডা. পি. দিপাপ প্রিয়া জানান, প্রথম পর্যায়ে হাওড়া জেলায় ১ লক্ষ ৯৮ হাজার জনকে ডাকা হয়েছে। সাত থেকে দশ দিনের মধ্যেই এই ধাপের শুনানি শেষ করার লক্ষ্য। প্রয়োজন হলে পরবর্তীতে আরও কিছুজনকে তলব করা হতে পারে। কমিশন সূত্রের ভাষায়, এটি শুধুই নিয়মরক্ষার শুনানি নয়, বরং ভোটার তালিকা নিয়ে যাবতীয় প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব চাওয়ার কঠোর প্রক্রিয়া। শহর-গ্রাম মিলিয়ে যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে পুরো আয়োজনের পরিধি স্পষ্ট; যাঁদের তলব করা হয়েছে, কেবল তাঁরাই শুনানিতে উপস্থিত থাকবেন।

প্রশাসনিক মহলের মতে, এই শুনানির দফা ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণের আগে এক বড় ফিল্টার হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশ হয়েছে, ১৫ হাজার স্কুল বন্ধ: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নন্দীগ্রামে সনাতন সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র নিয়ে তীব্র সমালোচনায় সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান সরকারের সময়ে রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক বিদ্যালয়, আর তার ফলভোগ করছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশ করে দেওয়া হয়েছে। পনেরো বছরে প্রায় উনিশ হাজার বিদ্যালয়ে তালা ঝুলেছে। শুধু গত এক বছরেই আট হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি দাবি করেন, এ রাজ্যে শিক্ষার অবস্থা আজ বিপজ্জনক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী নেতার কথায়, শিক্ষাব্যবস্থা ভয়াবহ জায়গায় নেমে গেছে। এই প্রশাসনের হাতে শিক্ষা নিরাপদ নয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় পক্ষপাতের অভিযোগও তোলেন তিনি।

হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালানো এই সরকারের সময়সীমা আর মাস দেড়েক। তার পরেই পরিবর্তনের হাওয়া বইবে, অনেক কিছুই ঠিক হবে। নন্দীগ্রামের সভামঞ্চে তাঁর বক্তব্যে ছিল আক্রমণ, হতাশার চিত্র ও আগামী দিনের লড়াইয়ের বার্তা। শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক নীতি; সব ক্ষেত্রেই বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিরোধী শিবিরের সুর আরও তীব্র করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

বাংলাদেশে হিন্দু যুবককে পুড়িয়ে খুনের প্রতিবাদে এসপ্লানেডে বিক্ষোভ প্রদর্শন কংগ্রেস সমর্থকদের।

মায়ের সঙ্গে একরত্তির ভ্রমণ।

পথকুকুরের পাঁচটি ছানাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ জগাছায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার জগাছা হাটপুকুর এলাকা শিহরিত। অভিযোগ, পাঁচটি পথকুকুরের ছানাকে আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেল চারটে নাগাদ ঘটে এই নৃশংস ঘটনা। স্থানীয়দের ক্ষোভ বিস্ফোরিত, চাঞ্চল্যের মধ্যেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সুর।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, এইভাবে পুড়িয়ে মারা হল এর বিচার চাই। পরে পুলিশ এসে অগ্নিদগ্ধ বাচ্চাগুলিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। জগাছা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ। কারা এই বর্বরতায় জড়িত, তা শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

পশুপ্রেমীদের তীব্র প্রশ্ন, সব প্রাণীরই এই পৃথিবীতে বাঁচার সমান অধিকার; তবু মানুষ কেন বোঝে না? তাঁদের ক্ষুব্ধ মত, এমন ঘটনা সমাজে ভয়াবহ বার্তা দেয়। অপরাধীরা যাতে নিস্তার না পায়, সেই দাবিই এখন এলাকার মানুষের একত্র কণ্ঠে উচ্চারিত; দোষীরা শাস্তি পাক।

নন্দীগ্রামে পুলিশের অবৈধ হস্তক্ষেপে নারীর অধিকার লঙ্ঘন? কমিশনের তীব্র সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: নন্দীগ্রাম থানার পুলিশের ঘটনা সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বিশেষত একটি এসসি পরিবারের, নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি অভিযোগিত আচরণকে কেন্দ্র করে জাতীয় স্তরে উদ্বেগের সুর উঠেছে।

জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য ড. অর্চনা মজুমদার জানান, আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও উদ্বিগ্ন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর এবং অবহেলা করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে বিস্তারিত প্রতিবেদন আনা হয়েছে। আইন অনুযায়ী বিষয়টি কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হবে এবং দায়িত্বশীলদের জবাবদিহি নির্ধারণ করা হবে।

ড. মজুমদার আরও সতর্ক করে বলেন, নারীর অধিকার লঙ্ঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার সহ্য করা হবে না। এই ঘটনার আলোকে পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি নন্দীগ্রামে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন যে পুলিশ নিরীহ পরিবারের ওপর অত্যধিক বলপ্রয়োগ করেছে, যা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মেনে নেওয়া যায় না। কমিশন ইতিমধ্যেই সকল পক্ষের বক্তব্য সংগ্রহ করছে এবং আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ডক্টর অর্চনা মজুমদারের এই মন্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নন্দীগ্রামের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত যে কেউ, তার আইনি দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২ পৌষ ১৪৩২, রবিবার

হিজাব নয়, নকল রোধই লক্ষ্য, পরীক্ষার স্বচ্ছতার প্রশ্নে যাদবপুরে নতুন বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আবারও আলোচনার কেন্দ্রে। স্নাতক স্তরের ইংরেজি অনার্সের পরীক্ষাকক্ষে এক পরীক্ষার্থীকে হিজাব সরাতে বলা হয়েছে; এ অভিযোগ সামনে আসতেই তীব্র বিতর্কের ঝড় উঠেছে। ছাত্রীটির দাবি, ঘটনাটি কেবল পরীক্ষা শুরুর আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং তাঁর মতে এটি ধর্মীয় পরিচয়কে লক্ষ্য করে অসংবেদনশীল আচরণ। ছাত্রী অভিযোগ করেছেন, পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা শিক্ষক তাঁর পরিধেয় হিজাব খুলতে বলেন এবং ব্যক্তিগত সামাজিক পরিচয় নিয়েও মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য; আমাকে 'অনগ্রসর সম্প্রদায়ের' মানুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এভাবে চিহ্নিত করাটা আমার মর্যাদার অবমাননা।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছে। তাদের স্পষ্ট অবস্থান,ধর্মীয় পোশাক নয়, লক্ষ্য ছিল পরীক্ষার সুরক্ষা। প্রশাসনের বক্তব্য, পরীক্ষায় নিরাপত্তা ও নকলমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করাই প্রধান কর্তব্য। যে কোনও আবরণ বা মাথা ঢাকা পোশাকের আড়ালে ইলেকট্রনিক ডিভাইস লুকোনোর সম্ভাবনা খতিয়ে

দেখতেই যাচাই করা হয়েছে। ইংরেজি বিভাগের প্রধানের দাবি, পুরো ঘটনাই নিয়মের আওতায় হয়েছে এবং কোনও অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। তাঁর মন্তব্য, ছাত্রী সহযোগিতা করেছেন, হিজাব সরিয়ে দেখিয়েছেন। ঘটনাটি আরও সংবেদনশীল ভাবে সামলানো যেত; এ কথা আমরা মেনে নিচ্ছি; তবে উদ্দেশ্য ছিল শুধুই স্বচ্ছ পরীক্ষা। ঘটনাকে ঘিরে ক্যাম্পাসে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। একাংশ এটিকে ব্যক্তিগত ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখছেন; বিপরীতে আরেকদল মনে করেন, পরীক্ষা নকলমুক্ত রাখা জরুরি; সন্দেহের সুযোগ থাকলে যাচাই করতেই হবে। সূত্রের দাবি, বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুর স্পষ্ট ও অনড়; পরীক্ষার স্বচ্ছতা প্রশ্নাতীত; হিজাব নয়, আড়ালে লুকোনো গ্যাজেটের সম্ভাবনাই ছিল যাচাইয়ের কারণ। বিতর্ক এখন বড় প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে শিক্ষাঙ্গণকে স্বচ্ছ পরীক্ষা রক্ষার প্রয়োজনে নিয়ম কতদূর কঠোর হতে পারে, আর সংবেদনশীলতা কোথায় রক্ষা করা জরুরি; এই দ্বন্দ্বের উত্তর খুঁজছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

২০ লক্ষের কম গৃহঋণে জোরপূর্বক সম্পত্তি দখল নয়, কড়া বার্তা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গৃহঋণে অল্প টাকার দায় থাকলেই বাড়ি, জমি কেড়ে নেওয়ার দিন শেষ, স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত মন্তব্য করেছে, ২০ লক্ষ টাকার নিচে থাকা গৃহঋণে সরফেসি আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগ বেআইনি। এই ধরনের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একমাত্র পথ আদালতের শরণাপন্ন হওয়া, জবরদস্তি দখল নয়।

ঘটনার সূত্রপাত গোলাম সাবির নামে এক ঋণগ্রহীতার মামলায়। তিনি প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার গৃহঋণ নিয়েছিলেন একটি হাউসিং ফাইন্যান্স কোম্পানি থেকে। কিছুদিন কিস্তি জমা পড়লেও পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে গেলে সংস্থা সরাসরি সম্পত্তি দখলের প্রক্রিয়া শুরু করে। তাতেই তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। তাঁর আইনজীবীরা যুক্তি দেন, কেন্দ্র ও রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক সংস্থা ২০ লক্ষ টাকার কম ঋণে এমন কঠোর

ব্যবস্থা নিতে পারে না। সংস্থার পাল্টা দাবি ছিল, হাউসিং ফাইন্যান্স কোম্পানি নন-ব্যাংকিং অর্থনৈতিক সংস্থা নয়। তবে আদালত সুস্পষ্টভাবে জানায়, ২০১৯ সালেই আরবিআই স্পষ্ট করেছে, সব হাউসিং ফাইন্যান্স কোম্পানি এনবিএফসি-র আওতায়। ফলে একই নিয়ম প্রযোজ্য। রায়ের ভাষায় তীক্ষ্ণ সতর্কবার্তা, কিস্তি বাকি থাকলেও জবরদখল নয়, আইনের পথে মামলা করেই টাকা তুলতে হবে। এই রায় শুধু এক মামলার গণ্ডি পেরিয়ে ঋণগ্রহীতাদের জন্য বড় স্বস্তির বার্তা, আর্থিক সংস্থাগুলির জন্য কঠোর নীতিস্মারক।

বাংলায় চোর-ডাকাতদের শাসন চলছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুকুর চুরির পর গঙ্গাবক্ষ থেকে বালি চুরির অভিযোগ উঠেছে। এবার চুরির তালিকায় নতুন সংযোজন হিসেবে গঙ্গা থেকে মাটি কাটার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে গঙ্গা থেকে মাটি পাচারের ছবি-সহ তথ্য পোস্ট করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি টুইটে উল্লেখ করেছেন, পার্থ ভৌমিকের অনুপ্রেরণায়, তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সনৎ দে-র আশীর্বাদে এবং নৈহাটি থানা পুলিশের প্রশ্রয়ে, নৈহাটির জুবিলি রেলওয়ে ব্রিজ সংলগ্ন সাহাপাড়া ঘাটে অবৈধ বালি-মাটি উত্তোলন পুরোদমে চলছে। এই পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত হয়ে বালি মাফিয়া ও সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেট জুবিলি রেলওয়ে ব্রিজের নিরাপত্তা নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন। অবৈধ বালি উত্তোলনের ফলে ব্রিজটি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এই অবৈধ বালি-মাটি উত্তোলনের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শনিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, জুবিলি ব্রিজের নিচ থেকে অবাধে বালি-মাটি চুরি হচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে জুবিলি ব্রিজ ভেঙে পড়তে পারে। তিনি এই বিষয়ে তিনি রেলমন্ত্রকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁর দাবি, বাংলায় চোর-ডাকাতদের শাসন চলছে। টাকা ছাড়া এঁরা কিছুই বোঝে না। যদিও গঙ্গাবক্ষ থেকে বালি উত্তোলনের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে

নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে বলেন, কোথাও বালি কিংবা মাটি তোলা হচ্ছে না। ভাটার মাটি এক জায়গায় স্তূপ আকারে মজুত ছিল। মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য একজন সেই মাটি মেশিন দিয়ে ড্রেসিং করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে অবাধে জলাশয় কিংবা পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠছে। তা নিয়ে শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে ছবি-সহ পোস্ট করেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। শনিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, ব্যারাকপুর কমিশনারেট অধীনস্থ এলাকায় ইতিমধ্যে ৮৫ টি পুকুর ভরাট হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকারদের কাছেও ভরাটের ভাগ পৌঁছছে। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতার আরও অভিযোগ, পুকুর ভরাটের ভাগ যেমন প্রশাসন পাচ্ছে। তেমনি বিধায়ক ও পুরপ্রধানরা থানার আধিকারিকদের কাছে টাকা পৌঁছে দেয়। তাঁর দাবি, জুটমিল বন্ধ হয়ে পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট এখন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। আসলে ভরাটকে ঘিরে মিলিঝুলি সরকার চলছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে পদ্মা পারের দেশে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে দীপু চন্দ্র দাশ নামে এক যুবককে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার রাজবাড়ি জেলায় পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে স্থানীয় যুবক অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাটকে। ওপার বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ভারত থেকে সমস্ত ধরনের সহযোগিতা বন্ধ করে দিলেই বাংলাদেশকে টাইট দেওয়া যাবে। তাঁর অভিযোগ, এপার বাংলার নয়টি জেলার 'ডেমোগ্রাফি' বদলে গেছে। সেখানে হিন্দুরা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। মুর্শিদাবাদে হরগোবিন্দ দাশ ও তাঁর পুত্র চন্দন দাশকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জি ইতিমধ্যেই বাংলার নয়টি জেলাকে বাংলাদেশ বানিয়ে ফেলেছেন। মমতা সরকারকে বিদায় করতে না পারলে, আগামীদিনে পশ্চিমবাংলা 'প্রসারিত বাংলাদেশ' হয়ে যাবে।

স্বচ্ছ ভোটার তালিকাই কি তৃণমূলের সমস্যা?

অভিষেককে সরাসরি কটাক্ষ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তৃণমূল কংগ্রেস ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এসআইআর নিয়ে ফের তীব্র আক্রমণ করলেন। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম, তৃণমূল বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের এসআইআর নিয়ে কোনো সঠিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না। তাঁরা যেন চায়, ভোটার তালিকাকে মুক্ত, স্বাধীন ও স্বচ্ছ দেখাতে। সুকান্ত আরও প্রশ্ন তুলেছেন, কেন বাংলার ভোটার নামের সংখ্যা অন্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। তিনি বলেন, উত্তর ভারতের অন্যান্য ১১টি রাজ্যের তুলনায় বাংলার নাম বেশি কেন? এটি কি শুধু বাংলার সমস্যা, নাকি তৃণমূল নেতৃত্বের কোনও অসুবিধার কারণে এটি হয়ে যাচ্ছে?

তিনি বলেন, অবৈধ ভোটার তালিকা বা ভোটার বাক্সে যদি কোনো আপস থাকে, তা স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। ভোট কমিশনকে অবশ্যই এই প্রক্রিয়া মেনে চলতে হবে। এটি অবৈধ হতে পারবে না, এটি অবশ্যই কঠোর ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে। সুকান্ত মন্তব্য করেন, ইতিমধ্যেই

এমন অনেক নাম আছে যেগুলি দুইবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এমনকী পরিচিতদের নামও। অন্য রাজ্যেও একই এসআইআর, একই মানদণ্ড আছে, কিন্তু সরকার বলছে অন্যান্য রাজ্যের মানদণ্ড আলাদা। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? শুধু বাংলায়।

তিনি শেষ পর্যন্ত জানান, বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে নাম তৈরি করেছেন, তা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পরই পরিস্থিতি গুরুতর হয়েছে। স্পষ্টতই বাংলার ভোট ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে।

'কাগজ আমরা দেখাব', শুনানিতে ডাক পড়ল অভিনেতা অনির্বাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাংলার গায়ক-অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের নাম নেই। বাবা-মায়ের নামও বাদ। ফলে 'হুলিগানইজম' গায়কের কাছে এসআইআর শুনানি মঞ্চতে ডাক পড়েছে। মঞ্চ থেকে যে কটাক্ষ করেছিলেন; কাগজ আমাদের কাছে আছে, আজ সেই কাগজই কাজে আসছে। অনির্বাণ সংবাদমাধ্যমে বলেন, পুরো বিষয়টি আমার জেঠু দেখছেন। আমি মা ও বোন নিয়ে কলকাতায় থাকি। শুনানিতে ডাকলে সকলেই যাব। ২০০২ সালের তালিকায় বাবা-মা ও দাদু-ঠাকুমারও মৃত্যুবর্ষে চলে গিয়েছিলেন, তাই নাম নেই। এবার যথাযথ নথি দেখিয়ে নির্বাচন কমিশনের শর্ত পূরণ করতে হবে।

'বল্লভপুরের রূপকথা'-র পরিচালকের জেঠু বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য বলেন, বুঝতে পারছি না, তখন কেন

নাম তালিকায় ওঠেনি। এবার সব ঠিক করতে উদ্যোগী হয়েছি। মেদিনীপুরের সদর মহকুমা শাসক মধুমিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, ডাকা হয়েছে মানে নথি নেই; এমন নয়। ১২টি তথ্যের মধ্যে যে কোনও একটি দেখাতে হবে। এমন ঘটনা অনেক। চেয়ারম্যান সৌমেন খান হেসে বলেন, দুর্ভাগ্যজনক! মেদিনীপুরের বিখ্যাত অভিনেতার নাম নেই ভোটার তালিকায়। মনে হয় ভোট কমিশনও কাগজ হারিয়ে বসেছে! অনির্বাণ ও তাঁর পরিবার নিশ্চয়ই এবার 'ভোটার তালিকার খলিফা' হয়ে উঠবেন।

শীতের চাদর গায়ে তিলোত্তমা, পারদ নামল ১২ ডিগ্রিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা জুড়ে নামছে পারদের সিঁড়ি, শহরতলি থেকে জেলা, সব জায়গাতেই ঠান্ডার কাঁপুনি বাড়ছে। বড়দিনে যেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেখানে মাত্র একদিনের ব্যবধানে নামল আরও নীচে। এখন শহর ছুঁয়েছে ১২ ডিগ্রির ঘর। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে কাবু রাজ্যবাসী। শীত বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, আপাতত বজায় থাকবে শীতের কাঁপুনি। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরও কমার পূর্বাভাস দিয়েছে। রাজ্যের জেলাগুলিতে আরও ২-৩ ডিগ্রি পারদ পতন হবে এ সপ্তাহে। আগামী কয়েকদিনে ধাপে ধাপে দিনের তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামতে পারে কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গেই। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আবহাওয়া মোটের উপরে শুষ্ক থাকবে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী সোমবার থেকে পরবর্তী ৫ দিন ১৩-১৪ ডিগ্রি বা তার কাছাকাছি থাকবে কলকাতার তাপমাত্রা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধা কেটে যাওয়ায় রাজ্যে জাঁকিয়ে বসেছে ঠান্ডা। সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীতের দাপট বেশি থাকবে। একাধিক জায়গায় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নিচে। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা।

শীত পড়তেই নৌকোবিহারে উৎসাহী পর্যটকরা। প্রিন্সেপ ঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

মকর সংক্রান্তি আগেই গঙ্গাসাগরের প্রস্তুতি পরিদর্শন

রেকর্ড ভিড়ের আশায় প্রশাসন সতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামনেই মকর সংক্রান্তি। প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় জমান গঙ্গাসাগরের পবিত্র তীরে। তার আগে ৫ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন। মজবুত নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু আয়োজন নিশ্চিত করতে প্রতিবারই মেলা শুরুর আগে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশও দেন। এ বছরও ঠিক সেইভাবেই মেলার প্রস্তুতি পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবারই মেলার দায়িত্ব বণ্টন করেন বিশেষভাবে নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে, যাঁরা মেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন এবং প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখেন। কোনও সমস্যা হলে তা দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়।

এ বছর কুম্ভমেলা না থাকায় গঙ্গাসাগরে রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হতে পারে বলে মনে করছে

জেলা প্রশাসন। তাই নিরাপত্তা, ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল, অগ্নি নিরাপত্তা সহ যাবতীয় ব্যবস্থায় কোনও ফাঁক রাখতে চাইছেন না তারা। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সাধু-সন্তরা ও পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন।

গত কয়েক বছরে মেলা প্রাঙ্গণে বড় কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটেনি। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রশাসন কঠোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। মেলা চত্বর ঘুরে দেখার পাশাপাশি সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করে সমস্ত নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে, কোথাও কোনও ফাঁক আছে কি না তা যাচাই করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। এভাবেই গঙ্গাসাগরে মেলার প্রস্তুতি তদারকি চলছে, যেখানে রেকর্ড সংখ্যক ভিড়ের কথা মাথায় রেখে প্রশাসন সকল দিক থেকে সতর্ক রয়েছে।

ইআরওকে পাশ কাটিয়ে ভোটার বাদ, কীভাবে সম্ভব? সিইও-র দপ্তরে তৃণমূলের তীব্র প্রশ্নবাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে গিয়ে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল অভিযোগ করেছে, ইআরও-র বৈধ শুনানি ছাড়াই ব্যাকএন্ড থেকে গণহারে ভোটারদের নাম কাটা হচ্ছে, ডকুমেন্ট যাচাইয়ের ক্ষমতা বেআইনিভাবে ডিইওদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মাত্র পাঁচ দিনের অযৌক্তিক সময়সীমা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকী বেসরকারি সংস্থার হাতে নির্বাচনী জরিপও তুলে দেওয়া হচ্ছে; যা তাঁরা সরাসরি আইনবিরুদ্ধ এবং গণতন্ত্রবিরোধী বলে দাবি করেছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, শশী পাঁজা, মানস ভুঁইয়া ও মলয় ঘটক।

তৃণমূলের অভিযোগ, এএসডিডি (অ্যাবসেন্ট, শিফটেড, মৃত, ডুপ্লিকেট) হিসেবে চিহ্নিত মামলাগুলিকে ইআরওর শুনানি ছাড়াই সরাসরি ডিসপোসড ফর্ম ৭ হিসেবে দেখিয়ে বিপুল সংখ্যক নাম বাতিল করা হচ্ছে। প্রতিনিধি দলের সোজাসাপ্টা কটাক্ষ, ইআরওকে পাশ কাটিয়ে ব্যাকএন্ড থেকে নাম মুছে দেওয়া নির্বাচনী আইনের প্রকাশ্য লঙ্ঘন। তৃণমূলের প্রশ্নবাণ, ইআরওর শুনানি, নোটিস, ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি ছাড়াই নাম কাটা হল কীভাবে? কোন আইনে কেন্দ্রীয় নির্দেশে ইআরও-র বিচারিক ক্ষমতা খারিজ করা যায়? এ কি বেআইনি গণবিলোপকে পরবর্তী সময়ে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা?

তৃণমূলের অভিযোগ, ২৪ ডিসেম্বরের নির্দেশ অনুযায়ী ডকুমেন্ট যাচাই ও প্রমাণীকরণের ক্ষমতা ডিইওদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, যেখানে আইন অনুযায়ী এই ক্ষমতা একমাত্র ইআরওর। তাঁদের সাফ বক্তব্য, ভোটার তালিকা প্রস্তুতির একমাত্র বিচারক ইআরও; ডিইও নন। দলের যুক্তি, রিপ্রেসেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্ট, ১৯৫০ এর ধারা ১৩বি স্পষ্ট। ডিইও কেবল সমন্বয় ও তদারকির দায়িত্বে যাচাই ও শুনানি ইআরওর আইনসম্মত কাজ। তাঁদের আরও অভিযোগ, ৫ দিনের মধ্যে কয়েক লক্ষ ডকুমেন্ট যাচাইয়ের নির্দেশ সম্পূর্ণ অমানবিক ও অযৌক্তিক।

তৃণমূলের অভিযোগ, ডাটামেশন কন্সালটেন্সি প্রাইভেট লিমিটেডকে কেএপি সার্ভে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের প্রশ্ন, ভোটারদের সংবেদনশীল তথ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে যাবে কেন? তাঁদের আশঙ্কা, তথ্যফাঁসের ঝুঁকি, নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন, সংস্থার রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে সংশয়। তৃণমূলের দাবি লিখিতভাবে জানান হয়েছে, ইআরওর প্রাথমিক ক্ষমতা পুনর্বহাল করতে হবে। ব্যাকএন্ডে নাম কাটা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ইআরও স্তরেই ডকুমেন্ট যাচাই ও শুনানি করতে হবে। পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে কেএপি জরিপ বাতিল করতে হবে। দলের কড়া সতর্কবার্তা, ভোটাধিকার ছেঁটে ফেলার যে কোনও চেষ্টা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে; এ কথা নির্বাচন কমিশনকে মনে রাখতেই হবে। এই অভিযোগের মধ্যেই রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে রাজনৈতিক তাপমাত্রা বাড়ছে। তৃণমূলের অভিযোগ সরাসরি নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মের দিকে আঙুল তুলছে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতাও মন্তব্য করেছিলেন;

স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। ব্যাকএন্ডে নাম বাদ, ইআরওর ক্ষমতা খর্ব, অযৌক্তিক সময়সীমা, বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা। সব মিলিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে বিতর্ক ও উত্তাপ চরমে।

এবার সাময়িক বন্ধের নোটিস জগদ্দলের অ্যালায়েন্স জুটমিলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দলের জেজেআই, কাঁকিনাড়ার নফরচাঁদ জুটমিলের পর এবার বন্ধের নোটিস ঝুলল জগদ্দলের অ্যালায়েন্স জুটমিলে। কাজ হারালেন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক। শনিবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে সাময়িক বন্ধের নোটিস দেখতে পান শ্রমিকরা। আচমকা বন্ধের নোটিসে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শ্রমিকরা। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মিলের গেটে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। সাময়িক বন্ধের নোটিসে মিল কর্তৃপক্ষ কাঁচা পাটের অভাব এবং কাঁচা পাটের মূল্যবৃদ্ধিকেই দায়ী করেছে। মিল শ্রমিক দীপক শুক্লা বলেন, এদিন সকালে কাজে যোগ দিতে এসে তিনি দেখেন মিলের গেটে সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্ধের কারণ হিসেবে মালিকপক্ষ জানিয়েছে, কাঁচা পাটের অভাব এবং কাঁচা পাটের অত্যাধিক মূল্য বেড়েছে। অ্যালায়েন্স জুটমিল বন্ধ নিয়ে শ্রমিক নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পাটের অভাব রয়েছে এটা ঠিক কথা। কিন্তু এমন অভাব নেই যে মিল বন্ধ করতে হবে। শ্রমিক নেতার কথায়, জুটমিলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে জুট শিল্প চাঙ্গা করতে তিনি কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। সামাজিক পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, মিল বন্ধের ফলে অপরাধ বাড়ে। ইতিমধ্যেই জিলিপি মাঠ চত্বরে রাতের অন্ধকারে ছিনতাই বেড়েছে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ এখন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেয় না। পুলিশ এখন তৃণমূলের গুন্ডাদের পাহারা দেয়।

সম্পাদকীয়

ব্র্যাণ্ড 'মমতা'-য় আস্থা হারাচ্ছে তৃণমূল ?

দলের প্রায় ১৫ হাজার নেতা, কর্মীকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক সারলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দলীয় কর্মীদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা ও কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন তিনি। যা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। চর্চা জারি সোশ্যাল মিডিয়াতেও। প্রায় দেড় মাসের এই ঠাসা কর্মসূচিতে একাধিক প্রচার কৌশলের কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন নামে প্রচারাভিযান, বাড়ি বাড়ি যাওয়া, উন্নয়নের পুস্তিকা, ভিডিয়ো দেখানো, দলনেত্রীর চিঠি, গিফট, কী নেই সেখানে। আর গোটা কর্মসূচিতে দলীয় নেতা, কর্মীদের সঙ্গে থাকবেন পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের টিম, সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন অভিষেক। এখানেই উঠছে প্রশ্ন। কই এতদিন তো তৃণমূল রয়েছে, এসবের তো কোনও প্রয়োজন পড়েনি। একা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর মতো করে দল চালিয়েছেন। নিজের তৈরি দলকে একার কাঁধে করে বাংলার মসনদে বসিয়েছেন। তারপরও ২০১৬, ২০২১, দু'দুটো বিধানসভা নির্বাচনে লড়ে জিতেছে তৃণমূল। প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতার কোনও আঁচ লাগেনি মা, মাটি, মানুষের সরকারের গায়ে। কিন্তু তখনও তো এত আয়োজন, এত কর্মসূচির প্রয়োজন পড়েনি। তবে কি বিজেপির উত্থান থেকে এসআইআর, ব্র্যান্ড 'মমতা'-য় আর ভরসা রাখতে পারছে না তৃণমূল কংগ্রেস? তাই দলীয় কর্মীদের নিয়ে খোদ দলনেত্রী সভা করার পরও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে এই সব কর্মসূচির ঘোষণা করাতে হচ্ছে? পুরনো তৃণমূলীদের মনে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে। তাঁরা তো গত প্রায় তিন দশক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেই তৃণমূল করেছেন। তাঁকে দেখেই লাখো মানুষ এসেছেন। কাউকে ডাকতে হয়নি। কিন্তু আজ এসে তবে কী এমন হল যে এত আয়োজন, এত কৌশল তৈরি করতে হচ্ছে? তৃণমূলই দাবি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিস্কপ্রসূত একাধিক প্রকল্প কপি করে চালাচ্ছে অন্য রাজ্যগুলি, সেখানে খোদ তৃণমূলকেই আজ প্রচার কুশলীদের হাতে তৈরি কৌশলকে হাতিয়ার করে ভোটের ময়দানে নামতে হচ্ছে!

শব্দছক ২৬

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. ধ্বংস ৩. নভোমণ্ডল ৫. লক্ষ্মীদেবী ৭. শরীর ১১. শ্রবণ ১২. সমুদ্র-সৈকত ১৪. উত্তম ১৬. মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র ১৯. চন্দ্র ২০. জগন্নাথদেবের যান ২২. যমের বাড়ি ২৩. সন্ত্রস্ত ২৫. জন্মদাতা ২৬. অভিনেত্রী ২৯. প্রশংসা জ্ঞাপন ৩০. ভিখারী

ওপর-নিচ: ১. জ্ঞানী ২. তির ৩. অনাবৃষ্টি ৪. দীর্ঘদেহী ৬. মাতুলালয় ৮. সহস্র ৯. পরিচিত ১০. দীপ্তি ১১. শোকে মূহ্যমান ১৩. আঁখি ১৫. লোক পরিবর্তিত ১৬. সম্বন্ধী ১৭. দেশে জাত ১৮. মার্জনা ১৯. পামর ২১. পশ্চিম ভারত লাগোয়া মরুভূমি ২২. ম্লেচ্ছ ২৩. অত্যধিক জনসমাগম ২৪. কথা বলতে অপারগ ২৫. মা-কালীর বিশেষ ফুল ২৭. বিষয়ের ব্যাখ্যান ২৮. ভাদ্রের ফল

সমাধান ২৫ — পাশাপাশি: ২. করবাল ৬. রক্তিম ৮. বন ৯. শবর ১১. রসনা ১৩. কাতর ১৫. রক্ত ১৬. সঙ্গ ১৭. বদ ১৯. লঙ্কা ২০ ব্রতী ২১. শাপ ২২. খনন ২৪. বনজ ২৬. বালক ২৮. লঘু ৩০ রচনা ৩২. লাজমতী

ওপর-নিচ : ১. শুক্তি ৩. রব ৪. বানর ৫. ভব ৭ মন্দির ৯. শনাক্ত ১০. রম্ভা ১২. সরস্বতী ১৩. কাহিল ১৪. অঙ্গ ১৬. সমাপন ১৮. দহন ২০. ব্রহ্মা ২১. শাবক ২২. খবর ২৩. প্রবাল ২৫. জলজ ২৭. লগা ২৯. ঘুম ৩১. চর্চা

আজকের দিন

- **১৮৭৯** — স্কটল্যান্ডের টে রেল ব্রিজটি ঝড়ের সময় ভেঙে পড়ে, ৭৫ জন নিহত হয়।
- **১৮৮৫** — বোম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **১৮৯৫** — লুমিয়ের ভাইয়েরা প্যারিসে অর্থপ্রদানের মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করেন, যা সিনেমার জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়।

জন্মদিন

১৯৩২ *বিশিষ্ট শিল্পপতি ধিরুভাই আম্বানির জন্মদিন।*

১৯৩৭ *বিশিষ্ট শিল্পপতি রতন টাটার জন্মদিন।*

১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অরুণ জেটলির জন্মদিন।*

রতন টাটা

ছায়ানট

বর্বরোচিত আক্রমণের পর বিশ্বাসের বাতিঘর কতদিন প্রজ্জ্বলিত থাকবে ?

স্বপনকুমার মণ্ডল

যে যত বড় হয়,তার আত্মত্যাগ তত মহত্ত্ব লাভ করে । জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যই তার ত্যাগের অন্তরায় হয়ে ওঠে, আত্মত্যাগের মহিমায় অসাধারণত্ব লাভ করে । সেদিক থেকে সনজিদা খাতুনের নিরলস অধ্যবসায় ও সত্যনিষ্ঠ আত্মত্যাগ তাঁর সম্ভ্রান্ত বনেদি পরিবারের অভিজাত জীবনের আলোয় অসামান্য বিভূতি ছড়িয়ে দেয়। তাঁর বাবা কাজী মোতাহার হোসেন(১৮৯৭-১৯৮১) ছিলেন উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথিতযশা স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক । কাজি নজরুল ইসলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন । নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি তাঁর মুক্তমনা উদার প্রকৃতিকে সজীব করে রেখেছিল। সেদিক থেকে পারিবারিক ভাবেই নয় ভাইবোনের মধ্যে সনজিদার জীবন ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত শিক্ষাশোভন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। তাছাড়া পরিবারের মধ্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার বনেদি পরিসরে তাঁর বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবনে তার প্রভাব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । তাঁর ভাই কাজী আনোয়ার হোসেন ছিলেন স্বনামধন্য লেখক । আবার বাবার ঘর ছেড়ে একাকী যাঁর ঘরে গিয়ে সংসার পেতেছেন তাঁর ঘরেও ছিল ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত রাবীন্দ্রিক পরিসর। সনজিদার স্বামী ওয়াহিদুল হক(১৬ মার্চ ১৯৩৩-২৭ জানুয়ারি ২০০৭) সাংবাদিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীততজ্ঞ এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক। তাঁরা প্রায় সমবয়সী (সনজিদা তাঁর চেয়ে মাসখানেকেরও কম ছোট, জন্ম ৪ এপ্রিল) দুজনের মনেই ছিল রবীন্দ্রনাথের মুক্তির অনন্ত আকাশ । দুজনে মিলেই বাঙালি সত্তায় রবীন্দ্রনাথকে একাত্ম করতে সক্রিয় থেকেছেন আজীবন । অন্যদিকে কাজী মোতাহার হোসেন পূর্ব বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তার আন্দোলনে একজন নিষ্ঠাবান সক্রিয় সহযোদ্ধা ছিলেন । ভাষা আন্দোলন থেকে পাকিস্তানি সরকারের রবীন্দ্রবিরোধিতার বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য । সেক্ষেত্রে পারিবারিক ভাবেই সনজিদার মন ও মননে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারের বিষয়টি সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অকুতোভয় মনোভাবের নেপথ্যে তাঁর পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য । অথচ তাঁকে সামনের দিকে লক্ষ্যভেদী করে তোলায় সনজিদার স্বকীয় ভূমিকা তাতে ব্রাত্য হয়ে পড়ে না,বরং আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায়ে তা আরও বনেদি আভিজাত্য লাভ করে । বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় সনজিদার বয়স উনিশ বছর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের প্রথম বর্ষের ছাত্রী । সেখানে পড়ার সময় সনজিদা বাংলার অধ্যাপকের রবীন্দ্র কবিতা পড়ানো শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তখনই তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার জন্য মনস্থির করেন। অন্যদিকে ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন,রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন তিনি। রক্তাক্ত দিনের পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি চারিদিকে ভয়ার্ত পরিবেশের মধ্যে মাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরই ছেড়ে যাওয়া কামরুন্নেসা স্কুলের গলিতে সভা করে বক্তৃতাও দিয়েছেন। সেখানেও সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালোবাসি'। শুধু তাই নয়,পঞ্চাশের সেই আন্দোলনমুখর দশকেই শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে 'আমার সোনার বাংলা,আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি শোনাতে হয়েছে সনজিদাকে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র অনুরাগই তাঁকে ঢাকা কলেজে বাংলায় অনার্স করে (১৯৫৪) শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রতীর্থে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করায় তীব্র আগ্রহী করে তুলেছিল। সেক্ষেত্রে বিশ্বভারতী থেকে বাংলায় এম এ (১৯৫৫) ও পরবর্তীতে রবীন্দ্রসংগীতের ভাবনার বিষয় নিয়ে পিএইচডি করা (১৯৭৮) ছিল তাঁর উত্তরণে সময়ের অপেক্ষা মাত্র । সনজিদা রবীন্দ্রনাথকে যত জেনেছেন,ততই তাঁকে আপন করে যাপন করেছেন । শুধু তাই নয়,রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তাঁর নিজেকে খুঁজে পাওয়াই তাঁকে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ চলায় সক্রিয় করেছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বাঙালিসত্তার ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার উদার প্রকৃতির সবুজায়নে তাঁর জীবনব্রত বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । তাঁর সেই লক্ষ্যভেদী অভিযানও শুরু হয়েছিল ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের উদযাপনের মধ্য দিয়ে ।

আসলে বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ বদলে গেলেও স্রোতকে আটকানো যায় না। সেই স্রোত আরও তীব্র আকার ধারণ করে । সেদিক থেকে ধর্মীয় বিদ্বেষে পাকিস্তানি সরকারের রবীন্দ্রবিরোধিতা যত তীব্র হয়েছে, ততই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ চেতনায় রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ করে জাতির মুক্তির পথ খোঁজার প্রয়াস আরও গতি লাভ করে । তার মধ্যেই আসে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে বিশ্বভারতী থেকে এম এ পাশ করে দেশে ফিরে গিয়ে ইডেন কলেজে সনজিদার শিক্ষকতার জীবন শুরু হয়। এদিকে সরকারের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথ জন্মশতবর্ষ উদযাপন করার উদ্যোগের মধ্যেই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ জাতিসত্তার অস্তিত্ব জাহির প্রকট হয়ে ওঠে । ধর্মীয় মৌলবাদী অস্তিত্বে পাকিস্তান সরকারের বাঙালির আত্মপরিচয়কে নিঃস্ব করে দিয়ে রাজত্ব করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সোনার বাংলার বাঙালির জাতীয়তাবোধের জাগরণ স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনে সামিল হয়। সেখানে সনজিদার সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । তখন সরকারের রোযানল এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ অনুষ্ঠানে আতঙ্কিত পরিবেশ। এদিকে সনজিদা বিশ্বভারতী থেকে এম এ পাশ করে এসে ইডেন কলেজের শিক্ষকতা শুরু করেছেন । স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলার দায় অনেক । অথচ তার মধ্যেই মুক্তমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' নাটকের মঞ্চায়নে সময় গান করার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়ে সরকারের নজর এড়াতে তিনি মুখে রুমাল দিয়ে সে গান গেয়েছেন । ইডেন কলেজের পরবর্তীতে সনজিদা কারমাইকেল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ও জাতীয় অধ্যাপক হয়েও প্রতিকূলতার মধ্যেই নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন আজীবন। অন্যদিকে আয়োজন যখন প্রয়োজনে সামিল হয়,তখন আবেদন আরও গতি লাভ করে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ২৪ থেকে ২৭ বৈশাখ চারদিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের সাফল্যের ফলে তা অব্যাহত রাখার স্বার্থে সকলে মিলে রবীন্দ্রনাথের ছায়াতেই একটি নতুন সংগঠন গড়ে ওঠে, তার নাম 'ছায়ানট'। তার নেপথ্যে সনজিদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই যে লক্ষ্য ছিল,তাঁকে সংগঠনটির সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার কথাতেই স্পষ্ট । সরকারি কলেজের চাকরি করায় তা নিতে না পারলেও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবেও গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শেষ পর্যন্ত । অন্যদিকে ওয়াহিদুল হকের একটি স্কুল করার প্রস্তাবে সকলের চাঁদায় ১৯৬৩তে গড়ে ওঠে 'ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন'। তার দায়িত্ব ভার নেন সনজিদা । বাঙালির সাংস্কৃতিক চর্চার পীঠস্থান হিসেবে 'ছায়ানট'-এর ছায়া ক্রমশ বিস্তার লাভ করে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলে। 'ছায়ানট'কে কেন্দ্র করেই সনজিদার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিস্তার লাভ করে । শুধু তাই নয়,সংস্কৃতির মাধ্যমেই তাঁর বাঙালির জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার আয়োজনে 'ছায়ানট' - এর অতুলনীয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে । এজন্য সাংস্কৃতিক ঐক্যেই পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ১৯৬৭-তে আয়ুব খানের আমলে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলে সে বছরেই ১৫ এপ্রিল তথা পয়লা বৈশাখ ঢাকার রমনার বটমূলে 'ছায়ানট' প্রথম নববর্ষ পালন করে। ১৯৭১ বাদে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নববর্ষ উদযাপনের সেই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। বাঙালির সবচেয়ে বড় ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির পরিচয় মেলে নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে । সেক্ষেত্রে প্রথম দিকে 'ছায়ানট'র 'পহেলা বৈশাখ'এর বীজ থেকেই তার মহীরূহ প্রকৃতি ১৯৮৯-এ আনন্দ শোভাযাত্রা' থেকে ১৯৯৬ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'য় পরিণতি ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা । অন্যদিকে ২০১৬-তে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভের নেপথ্যে সনজিদা খাতুনের ধারাবাহিক প্রয়াসই অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে । শুধু তাই নয়, ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বর 'অমর একুশে'র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নেপথ্যেও তাঁর পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য ।

আসলে সনজিদা সচেতন ভাবেই রাজনীতিকে এড়িয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির সত্তাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাঁর পথের সারথি। এজন্য তাঁর বাণীকে হাতিয়ার করেই তাঁর পথ চলা। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও কলকাতা থেকে শিল্পীসাহিত্যিকে ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংঘবদ্ধ করা থেকে সঙ্গীত নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থীদের উজ্জীবিত করার প্রয়াসে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাও বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । অন্যদিকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেমে থাকেনি, বরং তা আরও গতি লাভ করে । ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নৃশংস ভাবে খুন হলে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে আগে বাঙালির বিপন্ন অস্তিত্ব ধর্মীয় মৌলবাদী চেতনায় যেভাবে হিন্দু-মুসলমানের পরিচয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পর বঙ্গবন্ধুকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার পর সেভাবেই মৌলবাদীদের ধর্মীয় ঐক্যে বাঙালির সঙ্গে বাংলাদেশীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস তীব্রতা লাভ করে। বাঙালির স্বাধীন দেশেও তার ধর্মনিরপেক্ষ সত্তার পথে মৌলবাদীদের ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তার স্বাভাবিক ভাবেই শুধু বাধা হয়ে ওঠেনি, তার অস্তিত্বকেই সমূলে বিনাশে সক্রিয়তা লাভ করে । সেক্ষেত্রে বাঙালির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বাংলাদেশীর স্বতন্ত্র পরিচয়কে তুলে ধরার সক্রিয় উদ্যোগে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করার আয়োজন চলে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬-এর ২২ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় গিয়ে এক ভাষণে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকায় সমাজে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সেখানে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট সরকারের প্রসাদধন্য বিত্তশালী সচ্ছল শ্রেণির মধ্যে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি সত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে। আর তা ভালো ভাবে বুঝতে পেরে তার মোকাবিলায় প্রগতিশীল বাঙালি চেতনায় আরও বেশি স্বকীয় সত্তাকে আপন করে যাপন করার সচেতন প্রয়াস তীব্র হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে সনজিদার সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরও বেশি সক্রিয়তা লাভ করে ও দেশময় তার বিস্তারে লক্ষ্যভেদী প্রয়াস ছড়িয়ে পড়ে । 'ছায়ানট'-এর সাংস্কৃতিক পরিসর ক্রমশ বিভাগীয় শহর থেকে জেলা শহরে পৌঁছে যায় । ১৯৮১-তে জাতীয় সংস্কৃতির বিস্তারে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে জেলা থেকে জাতীয় স্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতার জন্য জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ গড়ে ওঠে, দেশময় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে । সেক্ষেত্রে সনজিদার সাধারণ সম্পাদকের গুরু দায়িত্বে অমানুষিক পরিশ্রম করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ছড়িয়ে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারের প্রয়াসই বলে দেয় রবীন্দ্রনাথই ছিল তাঁর আলোকদিশারি। অন্যদিকে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিসরকে নানাভাবে বিস্তারে তাঁর অনন্য ভূমিকা নানা শাখা প্রশাখায় সম্প্রসারিত হয়। তাঁর ব্রতচারী সমিতি,আবৃত্তির জন্য 'কণ্ঠশীলন' সংগঠন তার অনন্য অবদান। সেখানে বাঙালি তার স্বাধীন দেশেও স্বকীয় সত্তায় কেন পরাধীন,তার উত্তর সন্ধানেও সনজিদা রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা রবীন্দ্রনাথই তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধ সংকলনের 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে আত্মশক্তিতে দেশকে নিজের করে পাওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর কথায়,'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' সেক্ষেত্রে বাঙালির জাতিসত্তা বা তার অস্তিত্বেই আত্মশক্তির জাগরণ জরুরি । অথচ সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ধর্মীয় মৌলবাদ। সেখানে ধর্মীয় ঐক্যে মানবিক সম্পর্কই ব্যাহত হয়,তার সাংস্কৃতিক চেতনাও বিপন্ন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধে তা স্পষ্ট করে লিখেছেন 'যে-দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়,অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে-দেশ হতভাগ্য । সে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে-দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে-দেশকে বাঁচাতে পারে ।' তা পারে না ভেবেই সনজিদা রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বাঙালির সেই ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিতে তার জাতিসত্তা গড়ে তোলায় আজীবন সচেষ্ট ছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সনজিদার আত্মত্যাগী নির্ভীক প্রকৃতিতে দেশের কাজে আত্মনিবেদিত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বে সে দেশের কমিউনিস্টদের কাছে থেকে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণও এসেছিল। তা তিনি সচেতন ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেন । তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন 'রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নয়, সাংস্কৃতিক আন্দোলনই আমার আসল কাজের ক্ষেত্র । বিশেষ করে, বাংলাদেশ বা বাঙালি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সংরক্ষণ আমার উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্র ।' সে কাজ করতে গিয়ে বাঁধা পেলে বা তাতে তীব্র আঘাত নেমে এলে তিনি থেমে থাকেনি,বরং আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ২০০১-এ রমনার বটমূলে নববর্ষ উদযাপনের সময় আকস্মিক ভাবে বোমাবিস্ফোরণে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অসংখ্য জন প্রাণ হারাণ। তাতে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় বেরিয়ে আসে 'আমরা ত্রস্ত তবে সন্ত্রস্ত নই'। এতে তিনি ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলায় সক্রিয় হয়ে ওঠেননি ,সাধারণ মানুষের মনে না পৌঁছানোর জন্য মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছেন । সে বছরেই তাঁর সেই অভিনব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'নালন্দা'র পথচলা শুরু করে । অন্যদিকে রমনার বটমূলে 'ছায়ানট'-এ তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়েছিল,তা তিনি আজীবন আগলে রেখেছেন । ২০০৭-এ ওয়াহিদুল হকের মৃত্যুর পর সনজিদাই সুস্থ অবস্থায় আজীবন 'ছায়ানট'-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন । সেক্ষেত্রে বাঙালির আত্মশক্তির জাগরণে তাঁর অনিঃশেষ পথচলার লক্ষ্যেই ছিল বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ঐতিহ্য গড়ে তোলা । বঙ্গবন্ধু ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন । সনজিদা বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন । বাঙালির ইতিহাস তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । অথচ স্বাধীন বাংলাদেশেও বাঙালির স্বাধীন চেতনায় সাংস্কৃতিক ঐক্যের অভাবে ধর্মীয় ঐক্যের প্রাধান্য বিস্তার করে । সেখানে মৌলবাদী শক্তি শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই ক্ষান্ত হয় না, ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে বাঙালির সংস্কৃতিকেই ধ্বংস করায় মেতে ওঠে। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির প্রবল পরাক্রমশালী প্রতাপের বিরুদ্ধে সনজিদা খাতুনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী লড়াকু মানসিকতাই ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির মনে অক্সিজেন জুগিয়েছে ।

রবীন্দ্রনাথের গানই সনজিদার জীবনে দীপশিখা, চরৈবেতির অভয় মন্ত্র । গানের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব তা অতিদ্রুত স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গান ছিল তাঁর মস্ত বড় হাতিয়ার । তাঁর মতো আর কেউ এভাবে রবীন্দ্রনাথকে বা তাঁর গানকে সমাজের বৃহত্তর ও মহত্ত্বর পরিসরে মানুষের সঙ্গে একাত্ম করার জীবনব্রত করতে পারেননি । সেখানে সনজিদা একমেবাদ্বিতীয়ম । অন্যদিকে বাঙালির জাতিসত্তাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের হাতে হাথ রেখে চলার আদর্শে তিনি অতুলনীয় যোদ্ধা । বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি ধর্মীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে তাঁর বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল আসলে বাঙালির মনেপ্রাণে লড়াই । সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদীদের রবীন্দ্রনাথবিরোধিতা থেকে তাঁকে নিষিদ্ধ করে অস্বীকার করার প্রবণতা জারি ছিল বরাবর। সনজিদা মৌলবাদীদের রোষানল উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে বাঙালির জাতিসত্তার ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে যেভাবে অনির্বাণ দীপশিখার মতো রক্ষা করায় জীবনব্রত করেছেন, তাতে সে দেশে বাঙালির বিশ্বাসের বাতিঘরটি অবিরত জেগেছিল। সেখানে তাঁর জীবনের শেষ মাসসাতেকের মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ফলে দেশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির জাতিসত্তাই বিপন্নতার ফেরে সর্বস্বান্ত । সেখানে মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষে সংখ্যালঘুদের প্রতি নৃশংস নির্যাতন থেকে হত্যা,লুটতরাজ,ভিটেছাড়া করার আয়োজন চলে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিধর্মীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বই পোড়ানো হয় প্রকাশ্যে। বাংলাদেশের এই দুর্দিনে সনজিদা খাতুনের চলে যাওয়ায় তাঁর অস্তিত্বই আজ বেশি করে মনে হয়। বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি যে তিনি শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন আজীবন । ছায়ানটের বটবৃক্ষ তো আসলে রবীন্দ্রনাথ । তাঁর ছায়াতেই সনজিদার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির কায়ার বিস্তার সময়ান্তরে দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল । রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাকে সোনার বাংলার বাঙালির প্রাণের ভাষা করে তুলেছিলেন তিনি। মৌলবাদীদের আধিপত্য বিস্তারে সেই ভাষার অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করে বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বালিয়ে রাখার অভাববোধেই সনজিদার মুখ জেগে ওঠে অবিরত। আত্মবিশ্বাস না থাকলে স্বপ্ন জেগে ওঠে না,দুঃস্বপ্ন তাড়া করে। সেখানে সনজিদা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসকেই বাতিঘর করে রেখেছিলেন আজীবন । রবীন্দ্রনাথ মানুষের ঐক্যে মানবধর্মের কথা বলেছেন । সেখানে বর্তমান বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের ধর্মের ঐক্যের জেহাদের বিরুদ্ধে সেই মানবধর্ম রক্ষায় সনজিদার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতি পথের দিশারি হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ঐক্যের চেতনায় তাঁর গড়ে তোলা সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাঙালির পাথেয়, বাঙালিত্বের বিশল্যকরণী ।সেখানে তাঁর রবীন্দ্র প্রত্যয় জীবন্মৃত বাঙালিকে তার জাতিসত্তায় বেঁচে থাকার স্বপ্ন জাগিয়ে রাখে নিরন্তর,হাতছানি দেয় বারেবারে । রবীন্দ্রনাথের আলোতে সনজিদা নিজেই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বাতিস্তম্ভে পরিণত করে দেশময় তার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন । তাঁর আলোকবর্তিকাই দুই পারের বাঙালিকে মিলিয়ে দিয়েছে,বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়িয়ে । অথচ 'ছায়ানট'- এ বর্বরোচিত আক্রমণ পর সেই বিশ্বাসের বাতিঘর কতদিন প্রজ্জ্বলিত থাকবে, তা নিয়ে ঘোরতর অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে । সনজিদা খাতুনের ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের শেষ বাতিস্তম্ভটিই আজ আক্রান্ত,ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে । এবার যে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিদের অস্তিত্ব সংকটের লড়াই আরও তীব্র হয়ে উঠল,তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

৭ চর্চাসর

কিছু পশ্চিমী শব্দ গ্যাঁট হয়ে বসে গেছে বাংলা শব্দভাণ্ডারে। যেমন 'সার্কাস'। আজও শীতকাল হলেই আমাদের অনেকের মনে পড়ে সার্কাসের কথা। প্রাচীন গ্রীক κίρκος (কির্কস) থেকে ল্যাটিনে আসে 'সার্কাস' শব্দটি। এর অর্থ 'বৃত্ত, বলয়'। এর পর কথাটি আসে ইংরেজিতে।

— *কলমবীর*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নির্বাচন কমিশনের নোটিশ পেতেই, লম্বা লাইন কাঁকসার বিডিও অফিসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য যে সমস্ত মানুষের ভুলভ্রান্তি রয়েছে। তাদের নোটিশ পাঠিয়ে ডাকা হয় হাজিরা দেওয়ার জন্য। সেইমতো শনিবার সকাল থেকেই কাঁকসা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ ভিড় করেন কাঁকসা ব্লকের বিডিও অফিস চত্বরে। এলাকার মানুষের অভিযোগ, অনেকেরই ছোটখাটো ভুল ভ্রান্তি আছে। সেগুলো আগে থেকে বলে দেওয়া হলে বা অনলাইনে সেগুলি সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হলে তাহলে তাদের আর হয়রানের শিকার হতে হয় না। সামান্য ছোট্ট বিষয় সংশোধন করার জন্য কেউ কাজ ছেড়ে ছুটে আসে কলকাতা থেকে কেউবা অন্যান্য শহর থেকে। পাশাপাশি সকলের অভিযোগ সকাল থেকেই বহু এলাকা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ভিড় জমান। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য কোনরকম আলাদাভাবে ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে তাদেরও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি, তথা কাঁকসা পঞ্চায়েত

সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নব কুমার সামন্ত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন। কেন্দ্র সরকার এস আই আর এর নামে অযথা মানুষকে হয়রান করছে। বিজেপির রাজনীতির খেলায় ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তবে সাধারণ মানুষের যাতে কোনো রকম সমস্যা না হয় তাই তারা বিডিও অফিস চত্বরে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রাস্তার ধারে বসেই পরিষেবা দান বিধায়কের, শুনলেন অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থান্ডার, গুসকরা স্কুল মোড় সংলগ্ন এলাকায় তাঁর একটি দলীয় কার্যালয় আছে। দলীয় কর্মীরা দলের নানান কাজে বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সেখানে নিয়মিত আসেন। জরুরি প্রয়োজনে সাধারণ মানুষও সেখানে আসেন। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে বিধায়কের কার্যালয়ের সামনে রাস্তা স্তাটি মেরামতের দাবি ওঠে। সেই দাবি মেনে রাস্তা ঢালাই করার কাজ শুরু হয়েছে। এখনও সেটা জমাট বাঁধেনি। এই সদ্য ঢালাই করা রাস্তা টপকে বিধায়কের কাছে পরিষেবা নেওয়া যথেষ্ট কষ্টকর। পরিস্থিতি উপলব্ধি করে বিধায়ক নিজেই চেয়ার টেবিল নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে বসে পড়লেন দলীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তার পাশে। সেখানে এসে সাধারণ মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা

নিলেন। বিধায়কের এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষ খুশি। সাধারণ মানুষের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিধায়কের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম-১ নং ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্য, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক নির্মল কুমার ঘোষ, সুমন মুখার্জী, রণিত ঘোষাল-সহ অন্যান্য তৃণমূল কর্মীরা। বিধায়ক বললেন, 'ঢালাই করা রাস্তা এখনও জমাট বাঁধেনি। ওই রাস্তা ধরে এলে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য নিজেই রাস্তার একধারে বসলাম। যাদের জন্য বিধায়ক হয়েছি তাদের পরিষেবা দিতে পেরে যথেষ্ট তৃপ্তি বোধ করছি।'

নেশামুক্তি কেন্দ্রে অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: নেশামুক্তি কেন্দ্রে সুস্থ হতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি। হালিশহরের এক নেশামুক্তি কেন্দ্রে কালনার এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল (৩৬)। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার কালনার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিলিটারি বাগান এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৮ আগস্ট বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর বাগ মোড় সংলগ্ন 'পথ প্রদর্শক' নামক একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। মাসে ১৫ হাজার টাকা খরচে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। পরিবারের দাবি, এতদিন সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু গত ২৫ ডিসেম্বর হঠাৎই কেন্দ্র থেকে ফোন করে জানানো হয়, বিশ্বজিৎ শ্বাসকষ্টজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে কল্যাণীর জহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল (জেএনএম) হাসপাতালে ভর্তি। খবর পেয়ে বিশ্বজিতের পরিজনেরা দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছালেও ওয়ার্ডে তাঁকে খুঁজে পাননি। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর হাসপাতালের মর্গে তাঁর নিথর দেহ শনাক্ত করেন তাঁরা। পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা নেশামুক্তি কেন্দ্র মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট করেনি। ঘটনার পর থেকেই 'পথপ্রদর্শক' কেন্দ্রের কর্মীরা গা-ঢাকা দিয়েছেন। যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও নেশামুক্তি কেন্দ্রটি বর্তমানে বন্ধ এবং ফোন ধরছে না কেউ। শনিবার বিশ্বজিতের মৃতদেহ কালনার বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর স্ত্রী ও পরিজনেরা। স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই পরিবারের পক্ষ থেকে হালিশহর ও কল্যাণী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

জামবনিতে প্রতিবাদ মিছিল যুব তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক জনস্বার্থ-বিরোধী নীতি, মিথ্যাচার ও স্বৈরাচারী মনোভাবের অভিযোগ এবং এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে শনিবার বিকেলে জামবনি ব্লকের গিধনীতে প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। জামবনি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মিছিলে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী ও সমর্থক অংশগ্রহণ করেন।মিছিলটি গিধনীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। মিছিলে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার দাবিতে সরব হন বিক্ষোভকারীরা।জামবনি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষ ক্রমশ চাপে পড়ছেন এবং প্রশাসনিক নানা প্রক্রিয়ার নামে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, জামবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ফকির মান্ডি, জামবনি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিমাংশু দত্ত-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং অবিলম্বে জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান।

চিকিৎসায় গাফিলতি, বিক্ষোভ পাণ্ডবেশ্বরের নার্সিংহোমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: শনিবার ভরদুপুরে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো পাণ্ডবেশ্বর থানার অধীনস্থ হরিপুরের একটি বেসরকারি মাল্টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। ক্ষণিকের মধ্যেই উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকায় রোগীর আত্মীয়রা ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হয়ে পড়ে যান চলাচল। পরে ঘটনাস্থলে পাণ্ডবেশ্বর থানার বিশাল পুলিশ এসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করে পরিস্থিতি সামাল দেয়। রোগীর পরিবার সূত্রে খবর, পার্শ্ববর্তী জেলা বীরভূমের ভীমগড় গ্রামের গৃহবধূ শম্পা রুইদাস বাড়িতে কাজ করার সময় হঠাৎই উনুনের আগুনে তাঁর কাপড়ে আগুন লেগে যায়। সেই আগুন শরীরের একাধিক অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভয়াবহভাবে অগ্নিদগ্ধ হন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনাটি ঘটে আজ থেকে প্রায় ১৮ থেকে ২০ দিন আগে। সেই সময় পরিবারের লোকজন দ্রুততার সঙ্গে সিউড়ির একটি হাসপাতালে ভর্তি করে, পরে অবস্থার অবনতি হলে রোগীকে পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানে বেশ কিছুদিন

চিকিৎসা চলার পর রোগী সুস্থ বোধ করায় তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি রোগীর পরিবারকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে নির্দেশও দেওয়া হয় যেন রোগীকে নিয়মিত প্রাথমিক চিকিৎসার মধ্যে খেয়াল রাখা হয়। পরিবারের দাবি, শম্পাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর থানার অধীন হরিপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল গত শনিবার। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসায় পুরোপুরি গাফিলতি করেছেন। যে কারণেই শম্পা প্রাণ হারিয়েছেন। দেড় বছরের কন্যা সন্তান রয়েছে শম্পার। অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, রোগী মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের যদি কোনও রকম ত্রুটি থাকে, তাহলে রোগীর পরিবার হাসপাতালের বিরুদ্ধে প্রশাসনের দ্বারস্থ হোক। প্রশাসনই সঠিক তদন্ত করে যাবতীয় ব্যবস্থা নেবে।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে জখম এক যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার বামুনাড়া তপবন সিটি এলাকায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। আহত যুবকের নাম প্রভাত অধিকারী, তিনি আসানসোলের বাসিন্দা। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ওই এলাকার একটি বহুতল আবাসনে এসি মেরামতির কাজ করছিলেন প্রভাত। সেই সময় হঠাৎই বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পড়ে। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে তিনি উপর থেকে নিচে পড়ে যান। বিদ্যুতের শকে শরীর ঝলসে যায়, জামাকাপড়ে আগুন ধরে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা ও কাঁকসার মলানদিঘী ফাঁড়ির পুলিশ দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। প্রত্যক্ষদর্শী দেবাঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'দৃশ্যটি দেখে চমকে যাই।

বাংলাদেশের ঘটনায় পানাগড়ে বিক্ষোভ রাম নবমী কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানাগড়: বাংলাদেশে একের পর এক সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং তাঁদের নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভে নামলেন পানাগড় রামনবমী মহোৎসব কমিটির সদস্যরা। এদিন রামনবমী কমিটির ডাকে বিভিন্ন সংগঠন যোগ দেয় তাদের বিক্ষোভে। এদিন পানাগড়ের রনডিহা মোড় থেকে একটি মিছিল বের হয়। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এদিন কয়েকশো মানুষ পানাগড় বাজার পর্যন্ত মিছিল করেন। পাশাপাশি এদিন পানাগড়ের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও মহম্মদ ইউনূস-এর ছবি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে একের পর এক সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের পাশাপাশি তাদের হত্যা

করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে তাঁরা মহম্মদ ইউনূসের ছবি এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে তাঁরা বাংলাদেশকে বার্তা দিতে চান, বাংলাদেশ এখন মধ্যযুগীয় বর্বরতা শুরু করেছে। একজন হিন্দু সনাতনী ধর্মের মানুষকে হত্যা করে তার ছবি মোবাইল বন্দী করে যেভাবে তারা হত্যা লীলা শুরু করেছে। তা আগামী দিনে যদি বন্ধ না হয় তাহলে তাঁরা ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানাবেন, যাতে ১৯৭১ সালের যে ভুল হয়েছিল তা শুধরাবার সময় এসেছে। এবার ভারত সরকারকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত দুই, আহত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই জনের। গুরুতর আহত আরও একজন। দুর্গাপুর বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার দুপুরে একটি ছোট গাড়িতে করে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে তিনজন কাঁকসার রাজবাঁধ টোল প্লাজা পার করার আগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরির পেছনে ঢুকে পরে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় দুই জন। গাড়িটিতে চালক-সহ জিন্দালের ২ জন জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মৃত জিন্দালের জেনারেল ম্যানেজারের নাম গৌতম জানা (৫০)। মৃত চালকের নাম জানা যায়নি। তবে আশঙ্কাজনক অবস্থায় অপর জেনারেল ম্যানেজার সন্দীপ চক্রবর্তীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি নদিয়ার কল্যাণীর বাসিন্দা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার নদিয়ার কল্যাণী থেকে একটি চার চাকার গাড়িতে করে মুচিপাড়ার একটি বেসরকারি হোটেলে মিটিংয়ে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তারা। বাঁশকোপা টোল প্লাজা ঢোকার মুখে একটি লরির পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ছোট গাড়িটি। সামনের অংশ দুমড়ে

মুচড়ে যায়। সামনে থাকা দুজনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ পৌঁছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই বেসরকারি সংস্থার একজন কর্মী অরিন্দম মণ্ডল বলেন, 'জিন্দালের মাইথন কোম্পানির দু'জন জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন গাড়িতে। তাদের মিটিং ছিল মুচিপাড়ায়। সেখানেই আসছিলেন। তিনি খবর পান গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। তারপরেই পৌঁছে দেখেন এই মর্মান্তিক ঘটনা।' দুর্ঘটনার জেরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ ক্রেনের সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে অন্যত্র সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

হজ থেকে ফেরা ব্যক্তিদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন আগে হজ থেকে ফিরেছেন ৯ জন। তাঁদের সংবর্ধনা দিল তৃণমূল কর্মীরা। পানাগড় গ্রামে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ৯ জনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পিরু খান, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা সাগর পাঁজা, তুহিন সরকার,বিজন দাস, রানা মন্ডল সহ অন্যান্যরা। পিরু খান জানিয়েছেন, তাঁরা সব ধর্মের মানুষের পাশে রয়েছেন। দুর্গাপুজোর সময় যেমন বস্ত্র বিতরণ করা হয়। তেমনই তাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন যারা এবছর হজযাত্রা শেষ করে বাড়ি ফিরবেন তাঁদের সংবর্ধনা জানাবেন। সেইমতো এদিন কাঁকসা এলাকার ৯ জনকে উত্তরীয় পরিয়ে তাদের হাতে মিষ্টি উপহার দিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা জানান সকলে।

জামালপুরে ৬টি তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: ক্যানেল বাঁধের ধার থেকে ছটি তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার উত্তর মোহনপুর এলাকায়। ঘটনা জানাজানি হতেই আতঙ্কিত হয়ে পরেন স্থানীয় বাসিন্দারা।পুলিশ খবর পেয়েই ওই এলাকা ঘিরে রাখে। পলিথিন প্যাকেট ভর্তি অবস্থায় বোমা গুলি রাখা ছিল ক্যানেল বাঁধের ধারে । যদিও কে বা কারা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই জানা যায়নি। গোটা ঘটনাকে ঘিরে ধোঁয়াশার সৃস্টি হয়েছে। খবর দেওয়া হয় বোম স্কোয়াডকে। শনিবার দুপুরে বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে।

নতুন রাস্তা নির্মাণকে ঘিরে বিক্ষোভ খণ্ডঘোষে

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: খণ্ডঘোষের উজ্জ্বলপুকুর মোড় থেকে বালি খাদে যাতায়াতের জন্য নতুন রাস্তা নির্মাণকে ঘিরে তীব্র বিক্ষোভ। জল নিকাশ বন্ধের আশঙ্কা পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষে বালি খাদে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বালি খাদ মালিকদের উদ্যোগে নতুন রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ, এই রাস্তা নির্মিত হলে আশপাশের একাধিক গ্রামের স্বাভাবিক জল নিকাশের ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হবে। তার জেরে বর্ষা এলেই বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জমে ভয়াবহ প্লাবনের আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন এই রাস্তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে পথে নামেন খণ্ডঘোষের উজ্জ্বলপুকুর, হামিরপুর, আরাডাঙ্গা, অমরপুর, খেজুরহাটি-সহ আশপাশের গ্রামের মানুষজন। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হন এবং অবিলম্বে নিকাশি ব্যবস্থা করার দাবি তোলেন। নির্মিয়মান রাস্তায় বিক্ষোভকারীরা বাঁশ দিয়ে আটকে

দেন। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকার জল নিকাশ ব্যবস্থা প্রাকৃতিক খাল ও নীচু জমির উপর নির্ভরশীল। নতুন রাস্তা তৈরি হলে সেই স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে চাষবাস ও জনজীবনের উপর। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, প্রশাসনের যথাযথ অনুমতি ও এলাকার মানুষের মতামত না নিয়েই বালি খাদ মালিকরা এই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বর্ষাকালে বাড়িঘর ও ফসল তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। এমনকি এই রাস্তার জন্য যারা জমি দিয়েছে তাদেরকেও ভুল বোঝানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার বিধাননগর
কোড নং - ১৫৩৪২, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল)
১/১৬, ভিআইপি রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))

যেহেতু **A/C No. :-43063814156 (HL) 43064789240 (Suraksha Loan)**
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর শাখা, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে দাবি নোটিশ **০৮.১০.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী গৌতম আচার্যি (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রয়াত কালীপদ আচার্যি, ঠিকানা - আর জি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট - ই, ৩য় তল দক্ষিণমুখী, ৭৪, মহাজাতি রোড বাই লেন, ওয়ার্ড নং ৭, পো - ইটালগাছা, থানা - দমদম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০২৮** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৪,৫৬,৮৬২.৮৮ টাকা (এইচএল অ্যাকাউন্ট নং - ৪৩০৬৩৮১৪১৫৬) + ১,২১,১৯৭.৯৪ টাকা (সুরক্ষা অ্যাকাউন্ট নং ৪৩০৬৪৭৮৯২৪০) = মোট ১৫,৭৮,০৬০.৮২ টাকা (পনের লাখ আটাত্তর হাজার ষাট টাকা এবং বিরাশি পয়সা) ০৮.১০.২০২৫ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং মূল্য সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **১৫,৭৮,০৬০.৮২ টাকা (পনের লাখ আটাত্তর হাজার ষাট টাকা এবং বিরাশি পয়সা) ০৮.১০.২০২৫ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং মূল্য সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা সহ ফ্ল্যাট নং ই, ৩য়তলে, দক্ষিণ মুখী পরিমাপ কার্পেট এরিয়া ৩৮৫ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৩৪ বর্গফুট কমবেশি, জি-৫ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা সুলতানপুর, জে এল নং -১০, আরএস নং -১৪৮,তৌজি নং - ১৭৩,সিএস খতিয়ান নং -৮৪৭,৮৫২, আরএস/এলআর খতিয়ান নং -২২৫৮, ১৬৬৪, সিএস দাগ নং ১৮৫, ১৮৭, আরএস দাগ নং ১৮৫/৮৮৩, ১৮৫, ১৮৭/৯০২ , ১৮৭/৯০৩, ওয়ার্ড নং ৭, দম দম পুরসভা অধীন, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং -৭৪, মহাজাতি রোড বাই লেন, থানা : দম দম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০২৮। **দলিল নং ১৫০৬০৭০৪৬,** বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৬-২০২৪, পৃষ্ঠা ২১০৫১২ থেকে ২১০৫৫৫ -২০২৪ সালের, এডিএসআরও কাশীপুর দম দম। **সম্পত্তি শ্রী গৌতম আচার্য্য, পিতা প্রয়াত কালীপদ আচার্য্য এর নামে।**
চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া পুরসভা রোড। দক্ষিণে : অন্যান্যর ভবন এবং ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পূর্বে : অন্যান্যর ভবন। পশ্চিমে : ১৮ ফুট চওড়া মহাজাতি রোড বাই লেন।

তারিখ - ২৩.১২.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার,
স্থান - কলকাতা এসবিআই, এইচএলসি, বিধাননগর

BOI বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্টং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর ২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২
সংশোধনী
আমাদের বিজ্ঞাপন এই সংবাদপত্রের ২২.১২.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ - ক্রম নং : ৪ অধীন, স্তম্ভ নং ৪ পড়তে হবে খ) দাবি নোটিশের তারিখ "২৮.১০.২০২২" এবং গ) দখলের তারিখ "২০.১০.২০২৩" খ) '২৯.০৮.২০২৪' এবং গ) '১৬.১১.২০২৪' এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

KVB Karur Vysya Bank *Smart way to bank*
কলকাতা-শেক্সপিয়র সরণি শাখা
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
মেইল আইডি : shakespeare@kvbmail.com
ফোন নম্বর : ৯৮৩০৭৬৬৫১৭

সেফ ডিপোজিট লকার ভেঙে খোলার সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
নিম্নলিখিত লকারধারী কলকাতা শেক্সপিয়র সরণি শাখা থেকে নিরাপদ আমানত লকার সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পুনর্নবীকরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যদিও কারুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক বারবার নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও। যেহেতু লকারধারী লকার ভাড়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ১৪.০১.২০২৬ তারিখে বিকাল ৩টায় সংশ্লিষ্ট শাখা প্রাঙ্গণে লকার ভাঙতে বাধ্য। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লকারধারী/আইনি উত্তরাধিকারীদের জন্য এই পাবলিক নোটিশ। অধিকন্তু, কারুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই লকার ভেঙে খোলার তারিখ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে।

ক্রম নং	লকার নং	গ্রাহকের নাম
১	3102001A065	মনোজ আগরওয়াল
২	3102002B022	কুসুম গুপ্তা
৩	3102006A013	বিশ্বজিৎ সরকার

তারিখ : ২৮.১২.২০২৫ অনুমোদিত কর্মকর্তা
স্থান : কলকাতা করুর বৈশ্য ব্যাংক লি.

এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পেল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: খসড়া তালিকায় নাম ওঠেনি লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপ তথা বারাসাতের ৪ বারের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পরিবারের সদস্যেদের। এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পেলেন দীর্ঘ ৫০ বছরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত পরিবারের ৪ সদস্য। সাংসদের মা, ৯০ বছর বয়সি ইরা মিত্রকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে। তাঁকে ছাড়াও ডাকা হয়েছে কাকলির দুই ছেলে পেশায় চিকিৎসক বিশ্বনাথ দস্তিদার ও বৈদ্যনাথ দস্তিদারকে। এমনকি কাকলির ছোট বোন পিয়ালী মিত্রকেও ডাকা হয়েছে শুনানির জন্য। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। এই ঘটনায় বারাসাতের চিকিৎসক সাংসদ সরাসরি দায়ী করছেন নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে। তাঁর দাবি, তাঁর মত চার বারের সাংসদ এমনকি তাঁর স্বামী ডাঃ সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হওয়ার পরেও তাঁদের পরিবারের ক্ষেত্রে যদি এমন ঘটনা ঘটে, তবে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হচ্ছে। এই প্রশ্নও এদিন

তোলেন কাকলি। তিনি বলেন, 'কেন এমন হল জানিনা। ওরা যদি কোনও কাগজ চায় দিতে হবে। আমার মত মানুষ যে ৫০ বছর ধরে রাজনীতির করছে, যদি তাঁর বাড়িতে ভারতীয় জনতা পার্টি এভাবে আঘাত করে, তবে লেখাপড়া না জানা সাধারণ গরীব মানুষ তাঁদের উপর কি অত্যাচার চলছে?' এই বলে উষ্মা প্রকাশ করেন বারাসাতের সাংসদ। জানা গেছে, কাকলির দুই ছেলে কলকাতার ভোটার। মা ও বোন উত্তর ২৪ পরগনায় ভোট দিয়ে এসেছেন এতদিন। তাঁরা মধ্যমগ্রামের দিগবেরিয়ায় এতদিন ভোট দিয়ে আসছেন। সেই মতো কাকলির দুই ছেলেকে কলকাতায় এবং মা ও বোনকে বারাসত ২ নম্বর ব্লকে শুনানিতে হাজির হতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, শনিবার পরিবারের তরফে তারা যেতে পারেন বিডিও আফিসে। মধ্যমগ্রাম বিধানসভা ১১৮, ২৩২ নম্বর পার্টের বিএলও কপিল আনন্দ হালদার জানান, '১৬ ডিসেম্বর খসড়া তালিকার যে লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে, সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এর পরিবারের নাম ছিল। এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করার ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল কোনরকম সমস্যার কারণেই হয়তো এসআইআর এর শুনানিতে ডাকা হয়েছে।' আগামী ৩১ ডিসেম্বর পিয়ালী মিত্র ও ৮ জানুয়ারি ইরা মিত্রকে ডাকা হয়েছে বলেও জানান বিএলও।

২১ কিলোমিটার দূর বডিও অফিস শুনানিতে আসতে ভোগান্তির শিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ২১ কিলোমিটার দূর থেকে এসআইআর-এর শুনানিতে আসতে হয়েছে বিডিও অফিসে ভোগান্তি শিকার দাবি শুনানিতে আসা ভোটারদের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের সারাহাটি গ্রামের ১৩০ জন ভোটারকে এসআইআর-এর শুনানিতে ডেকেছে বাগদা বিডিও অফিসে। বিডিও অফিস থেকে সারাহাটি গ্রামের দূরত্ব ২১ কিলোমিটার। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিডিও অফিসে এসে লাইন দিতে হয়েছে শুনানিতে ডাকা ভোটারদের। শুনানিতে ডাকা ভোটাররা ভোগান্তির শিকার বলেও দাবি করেছেন। সারাদিনের কাজ শেষ বলে দাবি তাঁদের। সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতে শুনানির কাজ করলে

ভালো হতে বলেও দাবি তাদের। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে শুনানির কাজ দেরিতে শুরু হওয়ায় বিরক্ত ভোটাররা। অন্যদিকে, সারাদিনের জন কামাই করে প্রতিবন্ধী ৫৭ বছরের মা-কে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ এসআইআর-এর শুনানির লাইনে ছেলে ও স্বামী ভোগান্তির অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত অফিসে শুনানি হলে ভালো হতো দাবি ছেলের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদাদ সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ৫৭ বছরের কৃষ্ণা বিশ্বাস ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছেন দীর্ঘ পথ পেরিয়ে বাগদা বিডিও অফিসের এস আই আর এর শুনানির লাইনে অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে না পেরে বসে রয়েছেন। পাশে অপেক্ষা করছেন ছেলে ও স্বামী।সারাদিন জন কামাই করে মাকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ লাইনে বসে রয়েছেন তেমনি দাবি করেছেন কৃষ্ণা দেবীর ছেলে। কাছাকাছি পঞ্চায়েত অফিসে শুনানি হলে ভালো হতো বলেও দাবী করেছেন তিনি।প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা করা হয়নি বলেও দাবি করেছেন তিনি।

পথশ্রী প্রকল্পের সুবিধা বোঝাতে পথ নাটিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: পথশ্রী প্রকল্পের সার্বিক প্রচার ও তার সাফল্য জনসমক্ষে তুলে ধরতে অভিনব উদ্যোগ নিল হাড়োয়া ব্লক প্রশাসন। পথ নাটিকার মাধ্যমে তারই জোরদার প্রচার চলছে হাড়োয়ায়। নাটক দেখতে গ্রামের মানুষ যেমন ভিড় জমাচ্ছে তেমনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম সফল পথশ্রী প্রকল্পেরও প্রচার চলছে জোরকদমে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতি আরও চাঙ্গা করতে বিপুল সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সড়ক নির্মাণে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া ব্লক জুড়ে আমূল পরিবর্তন আসতে চলেছে প্রশাসনের উদ্যোগে। পথশ্রী জেলা এবং এসআরডিএ সব মিলিয়ে ২৮টি সড়ক নির্মাণ হতে চলেছে হাড়োয়ায়। মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গ্রামীণ সড়ককে আরও মজবুত করতে অর্থাৎ গ্রামের সঙ্গে শহরকে জুড়ে দিতে সড়ক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করতেও এই উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ২০২৬ আগেই রাজ্যে সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে মাস্টারস্ট্রোক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গ্রামীণ থেকে শহরাঞ্চল-রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে 'পথশ্রী' ও 'রাস্তাশ্রী' প্রকল্পের চতুর্থ পর্বের সূচনা করেছেন তিনি। পথশ্রী প্রকল্পে ১২টি এবং জেলা ও এসআরডি-এর পক্ষ থেকে আরও ১৬ টি অর্থাৎ হারোয়া ব্লকে ২৮ টি গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ হতে চলেছে। ফলে আগামী দিনে হাড়োয়ার অর্থনীতি যেমন আরও চাঙ্গা হয়ে উঠবে ঠিক তেমন হাড়োয়ার প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় সড়ক ব্যবস্থা আরও গতিশীল হয়ে উঠবে অর্থাৎ মানুষ খুব সহজেই তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবেন। আর ইতিমধ্যে এই বিশেষ পথশ্রী প্রকল্পের লাগাতার প্রচার চালানো হচ্ছে হাড়োয়া ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। হাড়োয়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে লিফলেট, ট্যাব্লোতে প্রচারের মাধ্যমে বিশেষ বার্তা যেমন দেওয়া হচ্ছে ঠিক তেমন পথশ্রী প্রকল্পের প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে পথনাটিকার মাধ্যমেও। পথনাটিকার এই বিশেষ উদ্যোগে সূচনায় উপস্থিত ছিলেন, হাড়োয়া ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অতনু ঘোষ, জয়েন্ট বিডিও অনিমেষ পাল, হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেখা মাহালি, সহকারি সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা, পূর্ত পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ, শফিক আহমেদ, হাড়োয়া ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জীব মন্ডল, সহ হাড়োয়া ব্লক প্রশাসনের একাধিক কর্তা ব্যক্তিরা। স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক জানিয়েছেন, 'সাধারণ মানুষের স্বার্থে রাজ্য সরকার নিরলস কাজ করে চলেছেন, আগামী দিনেও এই ধরনের উন্নয়নযোগ্য চলবে সারা হাড়োয়া জুড়ে। আমরা বিভিন্ন ভাবে মানুষের কাছে প্রচার করছি, পথনাটির মাধ্যমেও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা চাই রাস্তার কাজ যেমন মানুষ বুঝে নেবেন তেমনই রাস্তা যাতে ভালো রাখা যায় তার জন্যও তারা উদ্যোগী হবেন।'

'ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে' কুলটিতে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য মিঠুন চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শনিবার কুলটির এক জনসভায় বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, 'সনাতনীরা একজোট হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে একদিন ভারতবর্ষ সনাতন ধর্মাবলম্বী বলে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠা পাবে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে যা ঘটছে, তা ঘোর অন্যায়।' শনিবার কুলটিতে জনসভা করেন মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন জনসভাকে কেন্দ্র করে প্রচুর সমর্থকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল, কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার, যুব বিজেপি নেতা কেশব পোদ্দার-সহ আরও অনেকে।

এসআইআর হেয়ারিং চলাকালীন অসুস্থ মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: এসআইআর হেয়ারিং চলাকালীন অসুস্থ এক মহিলা, আতঙ্ক এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের কৃষি মান্ডিতে। শনিবার এসআইআরের খসড়া তালিকার হেয়ারিং চলাকালীন একজন মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাহেবখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর সাহেবখালির বাসিন্দা সীতা মণ্ডল অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে তড়িঘড়ি হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলীর ও হিঙ্গলগঞ্জের পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় স্যান্ডেল বিল গ্রামীণ হসপিটালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সীতা মন্ডলের বৌমা ফাল্গুনী মন্ডল তিনি বলেন,

'এদিন হেয়ারিং-এর ডেট ছিল, সেই কারণে আমি ও আমার শাশুড়ি দুজনেই এসেছিলাম। হঠাৎই আমার শাশুড়ি টেনশনে ও আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্যান্ডেল বিল গ্রামীণ হসপিটালে ভর্তি করা পর প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাক্তার বাবুরা আমার শাশুড়ি ছেড়ে দেন।'

বাগদায় এমপি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদার সিন্দ্রানীতে এমপি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন এবং অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার সিন্দ্রানী আঞ্চলিক যুব সংস্থার উদ্যোগে এমপি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় সিন্দ্রানীতে। শনিবার বনগাঁ লোকসভা সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী এমপি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। নিজে ব্যাট হাতে ব্যাটও করেন এবং শান্তনু ঠাকুরের উদ্যোগে একটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয় সিন্দ্রানী আঞ্চলিক যুব সংস্থাকে। অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করে নিজেই চালান সাংসদ। সিন্দ্রাণী আঞ্চলিক যুব সংস্থার পক্ষ থেকে শান্তনু ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানানো হয়। এই বিষয়ে শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, 'এমপি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দেখলাম এবং নিজে ব্যাটও করলাম। আমি অ্যাম্বুলেন্সটি দিতে পেরে আনন্দিত। এলাকার মানুষের উপকার হবে।'

চুঁচুড়া মহকুমাশাসক দপ্তরে এসআইআর শুনানিতে ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কারও নামের ভুল, কারও ঠিকানা বদল হওয়ায় নাম ছিল না ২০০২ সালের তালিকায়। সিঁড়ি বেয়ে হিয়ারিং কক্ষে পৌঁছতে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন বয়স্করা, তবু ভোটার-প্রমাণে আসতেই হচ্ছে এ দিন মহকুমাশাসকের দপ্তরে সকাল থেকেই লোকজন আসছেন। শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর-এর শুনানি। জেলায় জেলায় প্রশাসনিক ভবনগুলিতে এদিন মানুষের লাইন। তবে এই শীতে অশীতিপর বা ৭০ পার করা ভোটারদের ভোগান্তি চরমে। যেমন, হুগলির চুঁচুড়া মহকুমাশাসক দপ্তরে চলছে শুনানি। শুনানিতে ডাকা হয়েছে বহু বয়স্ককে। এই ভবনে খাড়া সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন অনেকেই। ৮৫ বছরের উপরে যাঁদের বয়স, নির্বাচন কমিশন তাঁদের বাড়িতে হিয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তার নীচে বয়স হলে যে ভোগান্তিই বরাতলিখন! ৮১ বছরের বৃদ্ধা এসেছিলেন এ দিন। ধরমপুরে বাড়ি তাঁর। কমিশনের তরফে নোটিস পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। এই ঠান্ডায় একেবারে জবুথবু অবস্থা। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করতেই এক গাল হেসে বললেন, 'অনেক হয়েছে বয়স, ৮১ বছর।' তার কথায়, 'আগেও নাম ছিল ভোটার তালিকায়, ভোটও দিয়েছি অনেকবার।' তাঁর ছেলে বলেন, 'মায়ের পুরোনো, নতুন দু'টো ভোটার কার্ডই আছে। কিন্তু রিলেটিভের জায়গায় বাবার নামের বদলে বৌমার নাম চলে এসেছে। আমরা বিএলও-কে বলেছিলাম যে, বয়স্ক মানুষ। কী করে যাবেন? বিএলও বললেন, যেতেই হবে।' পঁচাত্তরের বৃদ্ধ এ দিন এসেছিলেন। হিয়ারিংয়ে ডাক পড়েছে তাঁর। তাঁর কথায়, 'এ বার যেমন হইহই হচ্ছে, আগের বার তো এমন হয়নি। ২০০২ সাল, এত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মও ছিল না। কখনও এসেছিলেন, আমি হয়ত বাড়িতে ছিলাম না। নাম আর ওঠেনি। এখন প্রমাণ করতে হচ্ছে, আমি আছি।' এ দিন মহকুমাশাসকের দপ্তরে সকাল থেকেই লোকজন আসছেন। কারও নামের ভুল, কারও ঠিকানা বদল হওয়ায় নাম ছিল না ২০০২ সালের তালিকায়। কেউ আবার জানেনই না, ২০০২ সালে কী হয়েছিল! হুগলিতে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৪২ জনকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। বিধানসভা ধরে ধরে শুনানি হবে। দায়িত্বে ইআরও, তার অধীনে এইআরও। হুগলি জেলায় ১৮টি ব্লক, ৪টি মহকুমা। মহকুমাশাসকের দপ্তরে চলছে শুনানি। এখন নিজেদের প্রমাণ করতে হচ্ছে, তাঁরা এখানকার আদি বাসিন্দা। অনেকেই বলছেন, এই হয়রানি না হলেই ভালো হতো। তবে কারও কারও দাবি, এসআইআর হওয়াও দরকার। তাতে দেশে কতজন যোগ্য ভোটার তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে একজনও যোগ্য নাগরিককে যেন বিপাকে না পড়তে হয়, আবেদন সকলেরই।

শুরু পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

২৮ ডিসেম্বর রবিবার শুরু হচ্ছে পুরুলিয়ার বিখ্যাত রঘুনাথপুরের জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব ২০২৫-২৬। আজও হীরক রাজার দেশ জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের জন্য প্রহর গোণে মানুষ। কনকনে শীত উপেক্ষা করেই দিনের পড়ন্ত বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সত্যজিৎ রায় মঞ্চে ২০২৫-২০২৬ জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের উদ্বোধন করবেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর।

২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২৬ পাঁচ দিন ব্যাপী এই উৎসব চলবে। এবার ২০তম বর্ষে পদার্পণ করবে এই উৎসব।অন্যান্য বারের তুলনায় এবার মেলা এই নিয়ে মহকুমা প্রশাসন ও উৎসব কমিটি অনেকটাই বেশি উৎসাহী। ফি বছরের মতো এবারও এই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার জন্য ইতিমধ্যে বহিরাগত পর্যটকরা রঘুনাথপুরে এসে ভিড় জমিয়েছে। ২০ তম বর্ষে পদার্পণকারী এই উৎসবে পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়ে রঘুনাথপুরের মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে পুলিশ প্রশাসন ও মেলা কমিটির সদস্যদের মধ্যে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে এই পাহাড়কে পূর্ণাঙ্গ পর্যটন ক্ষেত্র রূপে গড়ে তুলতে তৈরি হয়েছে কটেজ ও যুব আবাস। এছাড়া পূর্ত দপ্তর ট্যুরিস্ট মর্টালও তৈরি করেছে। রঘুনাথপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা উৎসব কমিটির সম্পাদক তরণী বাউড়ি বলেন, 'জয়চণ্ডী পাহাড়কে পূর্ণাঙ্গ পর্যটনকেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আজ থেকে ১৯বছর আগে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহর সংলগ্ন জয়চণ্ডী পাহাড়কে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে তুলে আনার জন্যই শুরু হয়েছিল জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব।' তাঁর দাবি, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই যা অন্য মাত্রা পেয়েছে। আজ এই উৎসবকে ঘিরেই মানুষ মেতে ওঠে অনাবিল আনন্দে। যার জন্য সারা বছরের অপেক্ষা করে থাকেন পুরুলিয়াবাসীদের সঙ্গে রাজ্যবাসী এমনকি পাশ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মানুষেরা। মূলত চারটি বড় পাহাড় নিয়েই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহর লাগোয়া জয়চণ্ডী পাহাড় আপামর পর্যটকদের মন টানে। তাই পর্যটকদের মুখে শোনা যায় চলো যাই 'হীরক রাজার দেশে' জয়চণ্ডী পর্যটন উৎসবে। পশ্চিমবঙ্গে পাহাড়ে চড়া শেখার জন্য তিনটি আদর্শ পাহাড় আছে।এর মধ্যে একটি হল বাঁকুড়ার শুশুনিয়া এবং অপর দু'টি পাহাড় হল পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের মাঠাবুরু ও রঘুনাথপুরের জয়চণ্ডী পাহাড়। ইতিমধ্যে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের মাঠাবুরু অল ইন্ডিয়া ট্রেকিং এর ক্ষেত্রে স্বর্ণপদক পেয়েছে। অথচ ট্রেকিং বিশেষজ্ঞদের মতে রঘুনাথপুরের জয়চণ্ডী পাহাড় ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা ট্রেকিং ক্ষেত্র। পাহাড় গুচ্ছে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে সত্যজিৎ রায় এখানে 'হীরক রাজার দেশে' ছবির পুরোটাই শুটিং করেছিলেন। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চিত্রেরও কিছুটা শুটিং হয়েছে এই পাহাড়ে। গোটা পাহাড়টি চারটি শৃঙ্গ ও দুটি ডুংরি নিয়ে গঠিত। চারটি শৃঙ্গ হল জয়চণ্ডী, আলকুশি, কালীপাহাড় ও জুগাঢোলা। এছাড়াও এদের পিছনে উচ্চতার গরিমায় কিছুটা ম্লান দুটি ডুংরি সীতা পাহাড় নামে পরিচিত। এই সমস্ত পাহাড়গুলি কঠিন গ্রানাইট পাথরের তৈরি। জয়চণ্ডী পাহাড়টি শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে আছে একটি পাথরের উপর। ভূতাত্ত্বিকরা বলেন জয়চণ্ডী পাহাড় একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। এই পাহাড়ের উপরে সীমাফোর স্তম্ভ রয়েছে। এলাকাবাসীরা জানান, বর্গী আক্রমণ ঠেকাতে এই দুর্গ থেকে নজরদারি চালাত কাশীপুরের রাজারা। এর স্থানীয় নাম দূরবীণ ঘর। ইতিহাসবিদদের মতে, এটি সীমাফোর স্তম্ভ। যা ১৮৩০-৩২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। উৎসব কমিটির সভাপতি রাজীব লোচন সরেন বলেন, 'উৎসব ঘিরে পর্যটনের অঙ্গ হিসেবে হস্তশিল্পীদের বিশাল বাজার বসবে। রাজ্যের নানা কুটির শিল্পের পসরা মিলবে এই মেলায়। থাকবে ১০০টির বেশি স্টল। সেই সঙ্গে পাহাড় ছুঁয়ে নাগরদোলা, টয়ট্রেন আনন্দ দেবে পর্যটকদের। প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণে সত্যজিৎ রায় মঞ্চে দামী শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন হবে।' জেলা আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পুরুলিয়ায় ঠান্ডা পড়েছে এবার যথাসময়ে। সঙ্গে উত্তুরে হাওয়া, অন্যদিকে কুয়াশা। দুয়ে মিলিয়ে চাদরে -জ্যাকেটে একেবারে জবুথবু জয়চণ্ডী পাহাড়ে আসা পর্যটকরা।

হেয়ারিংয়ে ডাক পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধূর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এসআইআর-এর হেয়ারিং-এ ডাক পেয়ে আতঙ্কে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধূর। এমনই অভিযোগ পরিবারের। ঘটনায় এলাকায় শোরগোল। আবার তাকে ঘিরেই শুরু রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের দাবি, এস আই আর নিয়ে বিজেপি নেতাদের নানান হুমকির ভয়েই আতঙ্কিত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটছে। তার ব্যতিক্রম নয় এই ঘটনা। পালটা বিজেপির দাবি, পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূল অহেতুক বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে। ঘটনা হুগলির গোঘাটের বদনগঞ্জ-ফুলুই-২ পঞ্চায়েতের কোকন্দ এলাকায়। গৃহবধূ জয়া ঘণ্টেশ্বরী বর্তামানে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ওই এলাকার বাসিন্দা জয়া ঘণ্টেশ্বরীর ছোটবেলায় বাবা-মা দুজনেই মারা যান। বাঁকুড়ার জয়পুরে তাঁরা থাকতেন। পরে গোঘাটের কামারপুকুরে ভাড়া থাকতেন। জয়ার বাবা বাঁকুড়ায় পুলিশ কনস্টেবলের চাকরি করতেন। কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ২০০২ সালের আগেই জয়ার বাবা-মার মৃত্যু হয়েছে। ফলে নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত ২০০২ সালের তালিকায় নাম নেই। জয়ার সেই সময় ভোটার কার্ডই হয়নি। বিয়ের পর বদনগঞ্জ এলাকাতেই তাঁর ভোটার কার্ড হয়েছে। তিনি ভোটও দিয়েছেন। আগামী ৫ জানুয়ারি জয়াকে হেয়ারিং-এ ডাকা হয়েছে। তারপর থেকেই কাগজপত্র জোগাড় করার জন্য বিভিন্ন অফিসে ছোটাছুটি করেছেন। স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেটের জন্য তাঁর বাপের বাড়ি কামারপুকুর পঞ্চায়েতে যান। কিন্তু সেখানে কোনও কাজ হয়নি। এনিয়ে আতঙ্কে শুক্রবার বিকেলে বিষ খেয়ে নেন তিনি। জয়ার ছেলে ও আত্মীয়দের দাবি, এসআইআর আতঙ্কেই তিনি বিষ খেয়েছেন। আগামীদিনে আর কেউ যাতে এই কাজ না করেন, তার জন্য সরকারের উচিত এই প্রক্রিয়া আরও সহজ করা। যদিও এনিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূলের দাবি, 'এসআইআর আতঙ্কেই ওই মহিলা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।' যদিও বিজেপি বলছে, 'তৃণমূল অযথা মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলছে।

এসআইআরের শুনানি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ কাকলির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: এসআইআর-এর শুনানি নিয়ে গর্জে উঠলেন বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তার অভিযোগ, মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের নথি দিতে হচ্ছে। বিজেপি কৌশলে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে বাংলা দখলের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু ভুলে গেছে বাংলার মানুষের জন্য ঢাল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি বাংলা জয়ে স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে বলে দাবি বারাসাতের চার বারের সাংসদের। শনিবার থেকে শুরু হয়েছে এসআইআরের শুনানি। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, উত্তর ২৪ পরগনা ২৩০টি ক্যাম্প হবে। যেখানে শুনানি চলবে। বারাসাত ও বিধাননগর মহকুমাতে ৪০টি করে। ব্যারাকপুরে ৮০টি, বনগাঁ ৩০ এবং বসিরহাট ৪০টি ক্যাম্প হওয়ার কথা। সেই মত এদিন থেকে শুরু হয়েছে শুনানি। ক্যাম্প গুলিতে ডাক পাওয়া মানুষের ভিড় দেখা গেল। তাঁদের চোখেমুখে আতঙ্ক ও হয়রানির ছবি। শুনানির পর তথ্য জমাদেওয়ার পর আদৌ তাদের নাম ভোটার তালিকায় উঠবে কি না তা নিয়েও রয়েছে সংশয়। এই প্রসঙ্গে বারাসাতের সাংসদ বলেন, 'আমার দুই ছেলে, আমার মা ও বোনের নাম বাদ দিয়েছে, শুনানিতে ডেকেছে। ভাবা যায়, আমি ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আমার স্বামী রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তার পরেও এই অবস্থা। তাহলে গরীব অশিক্ষিত মানুষের কি হবে? ভাবতে পারছি না। বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন একযোগে বাংলার মানুষকে হয়রান করছে।' বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ মিত্র বলেন, 'বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কৌশল ফেঁদেছে। রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূলের সঙ্গে না পেরে এভাবে বাংলা জয়ের কৌশল নিয়েছে। আমরাও দেখতে চাই বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে কি করে বাংলা জয় করে।

ঝাড়গ্রাম জেলায় বাদ ৫২ হাজার ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলায় ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের তথ্য সামনে এসেছে। ভোটার তালিকা সংশোধনে বাদ পড়েছে ৫২ হাজারের বেশি নাম। শুনানিতে ডাকা হবে ১৫ হাজার ভোটারকে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জেলায় মোট ৫২,৭৮৬ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে এরমধ্যে ১৫,১৪৯ জনকে শুনানির জন্য ডাকা হবে। ঝাড়গ্রামের রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল হলে পরীক্ষামূলকভাবে শনিবার মাত্র ১০ জনকে শুনানিতে ডাকা হয়। ঝাড়গ্রাম ব্লক এবং পৌরসভার শুনানির জন্য এসডিও অফিস এবং বিডিও অফিসের রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল হলে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০০২ সালে ভোটার কার্ডের নাম না থাকা বা ম্যাপিং না হওয়ার কারণে আজ দশজন উপস্থিত ছিলেন। আজ জেলার প্রতিটি ব্লকে হেয়ারিং হলেও পরীক্ষা মূলকভাবে করার কারণে এত কম সংখ্যক ভোটার উপস্থিত ছিলেন বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

পদ্মাপাড়ে হিন্দু হত্যার নিন্দা

বিজেপি-আরএসএসকে তুলোধনা খাড়গের

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর: বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শনিবার দিল্লিতে কংগ্রেস কর্মসমিতির বৈঠকে সে কথাই তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি, দেশের অন্দরে সংখ্যালঘু খ্রিস্টানদের উৎসবে হামলার ঘটনা নিয়ে বিজেপি ও আরএসএসকে একহাত নেন কংগ্রেস সভাপতি।

এছাড়া ৯ রাজ্য ও ৩ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চলতে থাকা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর-এ নাম কাটা যাওয়ার বিষয় তুলে ধরেন খাড়গে।

সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনার পাশাপাশি মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিনের সভায় অনেকটা সময় ব্যয় করেন সাম্প্রতিক সময়ে দেশজুড়ে চলতে থাকা এসআইআর নিয়ে। রাহুলের তরফে ভোটচুরির যে অভিযোগ করা হয়েছিল সে অভিযোগকে সমর্থন করে খাড়গে বলেন, 'এই মুহূর্তে দেশে চলতে থাকা এসআইআর এক গভীর উদ্বেগের বিষয়। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খুন্ন করার এ এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। রাহুল গান্ধি তথ্য ও উদাহরণ-সহ বার বার 'ভোট চুরি'র প্রমাণ পেশ করেছেন।' বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিয়ে খাড়গে আরও জানান, 'বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বোঝাপড়ার কথা আজ গোটা দেশ জানে। ফলে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে ভোটারদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ না যায়।'

কংগ্রেসের এই বৈঠকে বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে খাড়গে বলেন, 'গত কয়েকমাস ধরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যেভাবে হামলা চলছে তাতে গোটা দেশকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আমি নিজেও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।'

শুধু বাংলাদেশ নয়, ক্রিসমাসে দেশের নানা প্রান্তে খ্রিস্টানদের উপর হামলার ঘটনারও তীব্র নিন্দা করেন খাড়গে। বলেন, 'বাংলাদেশের ঘটনার পাশাপাশি দু'দিন আগে ক্রিসমাসের সময় দেশের বহু জায়গায় বিজেপি, আরএসএস ও তাদের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনের লোকেরা দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে উঠেপড়ে লেগেছে। সেই সব ঘটনা গোটা বিশ্বের কাছে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে।'

কর্নাটকেও 'বুলডোজার রাজ'

শীতের রাতে গৃহহীন ৪০০ মুসলিম পরিবার

বেঙ্গালুরু, ২৭ ডিসেম্বর: কর্নাটকেও এবার বুলডোজার রাজ! 'বুলডোজার শাসন' নিয়ে সিদ্দারামাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে হয়েছে কেরলের বাম নেতারা। এতদিন বুলডোজার শাসনের অভিযোগ উঠেছে মূলত বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে। এবার কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বেঙ্গালুরু শহরতলির একটি বস্তির ২০০ বাড়ি বুলডোজার ধূলিসাৎ করা হয়েছে। এর ফলে রাতারাতি গৃহহীন হয়ে পড়েছে ৪০০ পরিবার। যাদের অধিকাংশই মুসলিম সম্প্রদায়ের।

গত ২২ ডিসেম্বর ভোর চারটে নাগাদ কোগিলু গ্রামের ফকির কলোনি এবং ওয়াসিম লেআউট এলাকায় বুলডোজার অভিযান চালায় স্থানীয় প্রশাসন। প্রায় দেড়শো পুলিশের পাহারায় চারটি জেসিবি মেশিন ব্যবহার করে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় দুশোর বেশি বাড়ি-ঝুপড়ি। অভিযোগ, এর ফলে কনকনে শীতের রাতে ৪০০টি পরিবার আচমকা গৃহহীন হয়ে পড়ে।

বিজয়ন মন্তব্য করেছেন, 'দুঃখের বিষয় হল, কর্নাটকে কংগ্রেস সরকারের অধীনে সংঘ পরিবারের সংখ্যালঘু বিরোধী রাজনীতি এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। যখন কোনও সরকার ভয় এবং বর্বর শক্তির ব্যবহারে শাসন করে, তখন প্রথমেই সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং মানবিক মর্যাদার মৃত্যু হয়।' এর প্রতিক্রিয়ায় কর্নাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের উত্তর, 'এটি দখলকৃত স্থান। ভূমি মাফিয়ারা এটিকে বস্তিতে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা মানুষকে নতুন জায়গায় সরে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছি। আমরা বুলডোজারে বিশ্বাসী নই।'

আচমকা উৎখাত অভিযানের জেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে কর্নাটকের কংগ্রেস সরকার। গৃহহীন বাসিন্দারা সপ্তাহজুড়ে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজস্বমন্ত্রী কৃষ্ণ বাইরে গৌড়ার বাসভবনের কাছেও বিক্ষোভ চলছে। দলিত সংগ্রাম সমিতির মতো বেশ কয়েকটি সংগঠন বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তবে সবেচেয়ে বড় সমালোচক পড়শি রাজ্য কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। তিনি এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে এই ঘটনাকে 'সংখ্যালঘু বিরোধী রাজনীতি' বলে উল্লেখ করেছেন।

যদিও কর্নাটক সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানিয়েছে, উর্দু সরকারি স্কুল সংলগ্ন একটি বড় জলাশয়ের কাছে সরকারি জমিতে অবৈধভাবে বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। যদিও হঠাৎ বিড়ম্বনায় পড়া বাসিন্দাদের দাবি করেছেন, আগাম নোটিস ছাড়াই পুলিশ বলপূর্বক তাদের উৎখাত করেছে। এর ফলে তীব্র শীতের মধ্যে রাস্তায় রাত কাটাতে হয়েছে তাদের। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাসিন্দারা গত পঁচিশ বছরের স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁদের কাছে বৈধ আধার এবং ভোটার কার্ড রয়েছে। অধিকাংশই পরিযায়ী শ্রমিক।

বিহারে ট্রায়ালের সময় ভেঙে পড়ল ১৩ কোটির রোপওয়ে

পাটনা, ২৭ ডিসেম্বর: সরকার বদলালেও বিহারের 'দুর্নীতি' সরছে না। এবার বিহারে ভেঙে পড়ল ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সদ্য নির্মীত একটি রোপওয়ে। রোহতাস জেলায় পরীক্ষামূলক যাত্রাতেই ভেঙে পড়েছে ছয় বছর ধরে তৈরি হওয়া ওই রোপওয়েটি। তবে দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। কেন দুর্ঘটনা ঘটল জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

চৌরাসন মন্দিরের ভক্তদের সুবিধার্থে এবং রোহতাসগড় দুর্গে পর্যটকদের যাতায়াত সহজ করার জন্য বিহার রাজ্য পুল নির্মাণ নিগম লিমিটেড রোপওয়েটি তৈরি করেছে। দুর্ঘটনার সময় চারটি ট্রলি ঝুলন্ত

অবস্থায় এগোচ্ছিল তারের পথ ধরে। প্রকল্পের কর্মী এবং আধিকারিকের উপস্থিত ছিলেন ঘটনাস্থলে। বিহার রাজ্য পুল নির্মাণ নিগম লিমিটেডের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়র খুরশিদ করিম বলেন, লাইনে পরীক্ষা চলছিল, সেই সময় অতিরিক্ত ওজনের কারণে এক জায়গায় আটকে যায় ট্রলি। তখনই দুর্ঘটনা ঘটে। খুরশিদের দাবি, এখনও লাইনের এখনও কিছু কাজ বাকি রয়েছে। জানান, কলকাতা থেকে বিশেষজ্ঞ দল আসছে, তারা সম্পূর্ণ পথ পরীক্ষা করে দেখবেন। প্রকল্পের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়র আশ্বস্ত করেন, নিরাপত্তার বিষয়ে যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছে কর্তৃপক্ষ, ততক্ষণ পরিষেবা চালুর অনুমতি দেওয়া হবে না। যদিও বিরোধীদের বক্তব্য, নিম্নমানের নির্মাণের কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আসল কারণ 'দুর্নীতির ক্রনিক অসুখ'।

লড়াই থামাল থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

ব্যাংকক, ২৭ ডিসেম্বর: তিন সপ্তাহেরও বেশি চলতে থাকা সীমান্ত যুদ্ধে ইতি টানল থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া। শনিবার সংঘর্ষবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে দু'দেশ। বৈঠকের পর দু'দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছে। শনিবার দুপুর থেকেই সংঘর্ষবিরতি কার্যকর হয়েছে বলে খবর। সূত্রের মারফত জানা গিয়েছে, দু'পক্ষের সংঘর্ষবিরতিতে মধ্যস্থতা করেছে আমেরিকা এবং চিন। চলতি বছরের জুলাই মাসে টানা পাঁচদিন যুদ্ধ চলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুই দেশের মধ্যে। অন্তত ৪০ জনের মৃত্যু হয় দুপক্ষে। তিনদিন গোলাবর্ষণের পর থাইল্যান্ডের কাছে যুদ্ধ থামানোর আর্জি জানায় কম্বোডিয়া।

যদিও সে প্রস্তাব কানে তোলেনি থাইল্যান্ড। শেষ পর্যন্ত মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মধ্যস্থতায় সম্পূর্ণ সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় দু'পক্ষ। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, তাঁর প্রচেষ্টাতেই হিংসা বন্ধে রাজি হয়েছে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া। অক্টোবর মাসে শান্তিচুক্তিতে সই করে দু'পক্ষ। চলতি মাসের শুরুর দিকে শান্তিচুক্তি ভেঙে ফের সংঘর্ষে লিপ্ত হয় থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া। হামলা এবং পালটা হামলায় মৃত্যু হয় বহু মানুষের। গৃহহীন হয়ে পড়েন অনেকে। যুদ্ধ থামাতে দু'দেশকে বার্তা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এরপর বৃহস্পতিবার থেকেই শান্তি ফেরাতে তৎপর হয় দুই দেশ। একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শনিবার সকালে থাইল্যান্ডের চান্থাবুরিতে থাইল্যান্ডের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নাথাফন নারকফানিত এবং কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী টি সেইহা বৈঠক করেন। তারপরই সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্ত নেয় দু'দেশ।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

BONGAON MUNICIPALITY
Tender reference: WBMAD/NIeT/242/BM/2025-26/APAS Date: 17.12.2025
Tender ID: 2025_MAD_5003279_1. Which were floated from this office circulated memo no.-B.M. 4635 dated- **17.12.2025.** Last date and Time submission of Original Instruments **01.01.2026** instead of **27.12.2025.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1. Sinking of drinking water Tube-well size 100 mm.x 40 mm. Indian mark - II Pump, 240 mtr deep with PVC Pipe & Strainer in different booth under the Scheme of Amader Para Amader Samadhan in ward no - 11 within Bongaon Municipalty.
Tender reference: 1. WBMAD/NIeT/241/BM/2025-26/APAS/A, B (2nd Call) Date: 27.12.2025
Tender ID: (A) 2025_MAD_5005335_1, (B) 2025_MAD_5005335_2
1. Bid Submission Start date- **27.12.2025 at 6:00 PM.** 2. Prebid meeting date- **03.01.2026 at 12:00 PM.** 3. End date- **06.01.2026 at 6:00 PM.** 4. Bid opening date- **08.01.2026 at 6:00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

E-Tender Notice
The Prodhan **Gurah Pashla Gram Panchayat** invites e-Tender through e-Procurement system from the bonafied and resourceful contractors for **NIeT No- 09/APAS/GPGP/ 2025-26, Dated-24/12/2025,** Last date of Bid Submission **31/12/2025 upto 18.00 hours**
And This is to inform you that **NIeT No-05/APAS/GPGP/ 2025-26 of sl No-10** has been cancelled due to administrative reasons.
For details visit website- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিশ
ডে. চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কলোনি, এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইন মাধ্যমে (ই-টেন্ডারিং) 'অবাধ' ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের বিবরণ : ১৬-২০২৫-কলোনি কাজের নাম :** ''গোরক্ষপুর-বৈদ্যুতিক কাজের সঙ্গে সংযুক্ত গোরক্ষপুর কলোনি অধিক্ষেত্রে আলোকসজ্জার নতুন/জরুরি ভিত্তিক কাজ/ সংস্কার/উন্নয়ন/আধুনিকীকরণ/ উন্নতিকরণ''। **আনুমানিক মূল্য :** ১,৮০,৫২,৮৮৮.৩০ টাকা, **ইএমডি অর্থ :** ২,৪০,৩০০.০০ টাকা, **টেন্ডার নথি মূল্য :** নেই। **স্বীকার পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পাদনের সময়/মেয়াদ :** ১২ মাস। **দ্রষ্টব্য :** ●অনলাইনে ই-টেন্ডার দাখিল করা যাবে ১৫.০১.২০২৬ তারিখ বেলার ৩টা পর্যন্ত। ● হাতে হাতে সংশ্লিষ্ট টেন্ডার প্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং হাতে হাতে গৃহীত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হবে। টেন্ডার দাখিলের এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ভারতীয় লেরওয়ে আইআরইপিএস এর ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।
ডে. সিইই/কলোনি
CPRO/Elect-229 গোরক্ষপুর
ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূম পান করবেন না

OFFICE OF THE DHABLAT GRAM PANCHAYAT
SAGAR, PANCHAYAT SAMITY
P.O.- CHEMAGURI, P.S.- SAGAR, DIST.- SOUTH 24 PARGANAS, PIN- 743373
Memo No- 446 /DGP Date-26/12/2025
On behalf of Dhablat Gram panchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide NIT No 436/ DGP, OF 15th CFCG TIED under Dhablat Gram panchayat Dated 26/12/2025
Details are available in the website **wb tenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Dhablat Gram Panchayat
Chamaguri, Sagar, South 24 Pgs

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 2 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-07 /GG-I/SL.- 01 to 02/2025-26 & Memo No.: 578/GG-I/25-26, Date: 26.12.2025. Tender ID : 2025_ZPHD_979950_1 to 2025_ZPHD_979950_2.** Bid Submission Start Date (Online): **27.12.2025 at 12:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **15.01.2026 up to 12:55 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals: **19.01.2026 at 10.30 AM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office. **Sd/-**
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ SAGAR SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t. Tenders **ID No 2025_ZPHD_979581_1 to 2025_ZPHD_979581_7 dated-26/12/2025, 2025_ZPHD_980158_1 to 2025_ZPHD_980158_3, dated-26/12/2025 and 2025_ZPHD_980166_1. Dated-26/12/2025** Last date of tender dropping **16-01-2026, up to 10.00 A.M.** and opening date of tender **20-01-2026, at 10.00** A.M.
For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

ময়দান

গারওয়ালকে হারিয়ে আইডব্লুএলে টানা দ্বিতীয় জয় পেল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইডব্লুএলে টানা দ্বিতীয় জয় ইস্টবেঙ্গলের। সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে এসে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের দল। প্রথম ম্যাচে সেতু এফসি'র বিরুদ্ধে জয়ের পর এবার কল্যাণীতে গারওয়াল ইউনাইটেড এফসি'কে হারাল ইস্টবেঙ্গল। ২-১ গোলের ব্যবধানে জিতল মশাল গার্লসরা। শনিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলছিল ইস্টবেঙ্গল। যদিও সাফ খেলে এসে গোটা দল কিছুটা হলেও ক্লান্ত। এত ঘন ঘন ম্যাচ খেলায় হতাশ কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজও। তবে সেই ক্লান্তিকে

ছাপিয়েই একের পর এক ম্যাচ জিতে চলেছেন ফাজিলারা। সৌম্যা গুগুলোথের ক্রস থেকে গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল। এরপর একাধিক গোলের সুযোগ আসলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে এগিয়েই সাজঘরে যায়। দ্বিতীয়ার্ধেও একই ছন্দে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। ৬২ মিনিটে কর্নার থেকে বল পেয়ে হেড করেন সৌম্যা। সেখান থেকে ফাজিলা বল জালে জড়িয়ে দেন। এর ১০ গারওয়ালের একটি নিরীহ শট বুঝেই উঠতে পারেননি ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার পান্থই। সেখান থেকে গোল হজম করে ইস্টবেঙ্গল। তবে তারপর আর বিপদ বাড়েনি। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জিতল মশাল গার্লস। ৭২ মিনিটে গারওয়ালের মনীষা সিনহার গোলে কিছুটা আশা দেখছিল দিল্লির দল। তবে শেষ হাসি হাসে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরাই।

ময়দানের কাবাডি তাঁবুতে এলেন জাপানের প্রতিনিধি দল

প্রতিনিধি দলকে সংবর্ধনা বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতার কাবাডি তাঁবুতে আসা জাপানি প্রতিনিধি দলকে সংবর্ধনা জানালেন কাবাডির অ্যাডহক কমিটির চেয়ারম্যান বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার কাবাডির উন্নয়ন ঘটাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন কাবাডির অ্যাডহক কমিটির চেয়ারম্যান বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়।শনিবার কাবাডি তাঁবুতে এলেন জাপানের চার প্রতিনিধি দল।একসময় ময়দানের এই মাঠেই কাবাডি খেলেছেন তারা। সেই পুরানো মাঠ দেখে স্মৃতি রোমন্থন করলেন তারা ।বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন তাদেরকে সংবর্ধনা দেন।হুগলি আর বালির কাবাডি ম্যাচ ছিল এদিন। তা উপভোগ করতে দেখা যায় জাপানের এই প্রতিনিধি দলকে।এদিন বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান দুপুরে তাদের বাঙালি খাবার খাওয়ানো হয়েছে।ভবিষ্যতে কিভাবে ভারত জাপান যৌথ ভাবে কাবাডিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। জাপানে কাবাডির প্রসার নিয়ে লেখা একটি বই এর আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হয় এদিন। এতদিন পর কলকাতায় এসে বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন আতিথেয়তা পেয়ে আপ্লুত তারা।তারা চান জাপান ভারত যৌথ ভাবে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করুক যাতে কাবাডির উন্নতি ঘটে।

১৫ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ঐতিহাসিক জয় ইংল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বক্সিং ডে-তে ইতিহাস ইংল্যান্ডের। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১৫ বছর পর টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল ইংল্যান্ড। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে চার উইকেটে হারল অস্ট্রেলিয়া। সংক্ষিপ্ত টেস্ট। দু'দিনের টেস্ট ম্যাচ জেতার জন্য দুই দলই ছিল। আগের তিন টেস্টে হারের ফলে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিল ইংল্যান্ড। সেখান থেকে কিছুটা সম্মান ফিরল ইংরেজ ক্রিকেটারদের। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৩২ রানে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াকে

শেষ করে দেয়। প্রথম দিনেই ২০ উইকেট পড়ার পর, দ্বিতীয় দিনও বোলারদের আধিপত্য ছিল। অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টে ১৫ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই জিতল ইংল্যান্ড। বর্ষ শেষের এই ম্যাচ দেখার জন্য উপচে পড়েছিল গ্যালারি। রেকর্ড সংখ্যক দর্শক ছিল। সেই সংখ্যা ৯২,০৪৫। ১৯০৯ সালের পর এই প্রথম অ্যাশেজের কোনও টেস্টের প্রথম দিনেই এত উইকেট পড়ে। পিচ নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক।

টানা তিন টেস্টে হারের পর আত্মবিশ্বাস ফিরল ইংল্যান্ডে। সিডনিতে শেষ টেস্টে তারা নামবে আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

১৭৯৩ সাল নাগাদ রসিকজনের মনোরঞ্জনের জন্য কলকাতার বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে পেশাদারি বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল নতুন এক জমিদার শ্রেণি। এরাই এক সময়ে কলকাতা শহরে পায়রা উড়িয়ে, বাঈজি নাচিয়ে অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। এমনকী তৎকালীন সম্ভ্রান্ত বাবুদের ঘরে পূজা-পার্বণ ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রায়ই বাঈজি নাচ-গানের আসর জাঁকিয়ে বসাত। সেই বাঈজিদের নিয়ে কলম ধরলেন নির্মল বিশ্বাস।

কলকাতার বাঈজি ইতিকথা

অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে ভারতে ইংরেজ উপনিবেশ সীমিত ছিল কলকাতা, মাদ্রাজ (চেন্নাই), সুরাট ও বোম্বে (মুম্বাই) শহরে। প্রথম পর্বের এই ইংরেজ বসতিগুলি ছিল সমুদ্র বাণিজ্য নির্ভর ছোট ছোট বণিক গোষ্ঠীর। প্রথম থেকেই এই বসতিগুলি আত্মকেন্দ্রিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। যথাক্রমে ইংরেজরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইংল্যান্ড থেকে তখন প্রশাসনিক ও সামরিক পদগুলি পূর্ণ করার জন্য অনেক বেশি সংখ্যক ইংরেজ ভারতে আসতে শুরু করেন।

ক্রমে ক্রমে ভারতীয় উপনিবেশগুলির আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইংরেজদের চোখে ভারতীয় সমাজ — প্রথম থেকেই অসভ্য, বর্বর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং নিকৃষ্ট হিসেবে চিহ্নিত ছিল। তবে আর যাই হোক ভারতীয় নাচ-গান, বাঈজি, বেশ্যা, বাঈজি, রক্ষিতা, হুঁকোয় তামাক সেবন ইত্যাদি এদেশীয় আমোদ-প্রমোদ বা মনোরঞ্জনের প্রতি ইংরেজরা আকৃষ্ট ছিলেন। আসলে সুদূর প্রবাসে থাকা ইংরেজ যুবকদের এগুলি উপযোগিতা ছিল।

সেকালে সম্রাট, সুলতান, নবাব, বাদশাহ, রাজা ও জমিদারদের দরবারে বা রঙমহলে সংস্কৃতি ইংরেজদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। সে সময়ে এদেশের উঠতি-পড়তি ধনী ব্যক্তিদের জলসাঘরে বদলে যেত নিত্য রাতের সাজ। ঝাড়বাতির রোশনি ঘিরে গীত হতো আঁধারি আলোর গান।

ঔপনিবেশিক শাসনের আদিপর্বে কলকাতা ছিল প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। তখন এই শহরে দেশের বিভিন্ন স্থানের নবাব, রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও আমলাদের যাতায়াত ছিল। ১৭৯৩ সালে রসিকজনের মনোরঞ্জনের জন্য কলকাতার বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে পেশাদারি বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল নতুন এক জমিদার শ্রেণি। এঁরাই এক সময়ে পায়রা উড়িয়ে, বাঈজি নাচিয়ে অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতেন। এমনকী তৎকালীন সম্ভ্রান্ত বাবুদের ঘরে পূজা-পার্বণ ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রায়ই বাঈজি নাচ-গানের আসর জাঁকিয়ে বসাত।

এক সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে ইউরোপীয় সাহেবরাও উপস্থিত থাকতেন। শোনা যায়, খানাপিনা ও বাঈজি নাচের আয়োজন করলে নাকি বাবু সমাজের সম্মান বৃদ্ধি পেত। এই সমস্ত জলসায় সাহেবদের নৃত্যগীতি প্রদর্শনে দেশীয় বাবুরা ব্যাকুল ছিলেন। ইংরেজদের নৃত্যপ্রীতি এবং বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কলকাতায় বাঈজি প্রথার রমরমা হয়েছিল।

১৮৪০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় এই সংবাদটি ছাপা হয়েছিল সেদিন। লেখা ছিল — 'গত বুধবার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বেলগাছিয়া স্বীয়োদ্যান বাটীতে এতদ্দেশস্থ অনেক ইউরোপীয় সাহেবদিগকে মহাভোজন করাইলেন, তৎসময়ে তিনি চারিশত ভোক্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবুর শিষ্টাচারে ও বিশেষ শ্রদ্ধাতে সমাগত সকলেরই সন্তোষ জন্মিলে এবং গত রবিবার শ্রীযুক্ত বাবু এই উদ্যানে স্বদেশীয় স্বজনকে লইয়া মহাভোজ আমোদ-প্রমোদ করিলেন এবং তদুপলক্ষে বাঈজির নাচ হইয়াছিল। তাহাতে কলকাতার মধ্যে প্রাপ্য সর্বশ্রেষ্ঠ যে প্রধান নর্তকী ও প্রধান বাদ্যকর তাহাদের নৃত্য-গীত বাদ্যাদির দ্বারা আমোদ জন্মাইলেন।'

দ্বারকানাথ ঠাকুরের এক আত্মীয়ের নিজস্ব কোঠা ছিল দু'খানা। ২৩৫ এবং ২৩৬ বউবাজার স্ট্রিট। ওই সময়ে সেখানেও বাঈজি গানের আসর বসত। এই আসরে কে বা কারা যোগ দিতেন সে তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া 'ইন্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৪৪-১৯০৯)-এর দাবি — কলকাতায় বাঈজি নাচের প্রবর্তন করেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩২ -১৭৯৭) মহাশয়। ইংরেজদের তোষামোদের জন্য তিনি বারবার বাঈজিদের দিয়ে নাচ-গানের জমজমাট আসর বসাতেন। আবার প্রমথনাথ মল্লিক তাঁর রচিত পুস্তক 'কলকাতার কথা'-য় লিখেছেন —

'সোনাদান শোনামাত্র ব্যয়মাত্র বাণী।
শুভক্ষণে পোষ্যপুত্র নিয়েছিল রানি
অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় কল্লেন বেশ
বাঁশবেড়ের আদ্যাক্ষর গুপ্তিপাড়ায় শেষ।'

কোন এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ খেতরী রাজের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে। ওই অনুষ্ঠানের শেষদিকে একজন বাঈজি গান গাইতে এলেন। স্বামীজি কখনই স্ত্রীলোকের গান শুনতে চাইলেন না। আবার তাও কিনা একজন বারাঙ্গনা বাঈজির গান। রাজা অনেক মিনতি করে অনুরোধ জানালেন। অন্তত আপনি একটা গান শুনুন। স্বামীজি রাজি হলেন শুধু একটি গান শোনার জন্য। বাঈজি তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে গাইলেন —

'প্রভু মোর অবগুণ চিত না ধর,
সমদরশি হ্যায় হাম তোমার।
এক লোহা পূজমে রহত হ্যায়,
পরলোক মন দ্বিধা না হ্যায়,
দুহ কাঞ্চন করো।'

বাঈজির সুমধুর কণ্ঠ আর তাঁর সুরের যাদুতে স্বামীজি চোখের জলের বাঁধ ধরে রাখতে পারেন নি। তাঁর দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে। তিনিই সেই বাঈজিকে স্বামীজি 'মা' বলে সম্বোধন করলেন। এরপর খেতরীতে তিনি যখন যেতেন, খেতরীর রাজাকে ডেকে অনুরোধ করতেন, আমার মাকে ডাকো, মায়ের গান শুনতে ইচ্ছে করছে। বাঈজিও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গান শোনাতেন স্বামীজিকে। স্বামীজিও গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

অতীতে বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যে 'বাই' শব্দটির মূল অর্থ হল— ধ্রুপদী নৃত্য-গীতে পারদর্শী সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বলা হতো। আর খুব ছোট থাকতে তাঁরা ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে নৃত্য-গীত শিখতেন। শিক্ষা শেষে শাস্ত্রীয় নৃত্য-গীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন। তখন তাঁদের 'বাঈ' শব্দের সঙ্গে 'জি' শব্দটি জুড়ে দিতেন। তখন তাঁদের নামের শেষে 'বাঈজি' শব্দটি শোভা পেত।

আবার 'বাঈজি' কথাটির একটি অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। 'বাই' শব্দের অর্থ মারাঠি ভাষায় 'মা' বা 'বড় বোন'। আবার রাজস্থানী ভাষায়ও 'বাই' অর্থে 'বোন'। এরসঙ্গে হিন্দি ভাষায় 'জি' শব্দটি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তবে গান আর নাচে খুব দক্ষ না হলে সেকালে তাদের 'বাঈজি' হওয়া যেত না। আর তার সাথে অবশ্যই থাকা চাই ঝলসানো রূপের চমক।

তবে বাঈজি শব্দের জন্মকথা যাই হোক না কেন, লেখক রূপচাঁদ পক্ষী (১৮১৮-১৮৯০) তাঁর রচিত 'কলকাতা বর্ণন' পুস্তকে বাইজি বৃত্তির বহু রূপের ইঙ্গিত দিয়েছেন, — 'কলকাতাতে তয়ফা আলি, ঘোমটা আলি, চপ আলি, মেয়ে পাঁচালি, যাত্রা আলি, গলি গলি তার ভেতর (খেয়ালি, টপ্পা, মদ মাতালি ঘর ঘর)।' আবার, ভবানী চরণ — মদ মাতালি ঘরে রূপ তুলে ধরেছেন তাঁর লেখাতে। আমরা আরও জানতে পারি, কাশিম বাজারের রাজা হরিনাথ রায়ের মোকাম 'কলকাতা সরকার' (বঙ্গাব্দ ১২২৭) হিসাবের খরচের খাতায় পাওয়া যায় বউবাজার (বহুবাজার) অঞ্চলের বেশ্যা বা বাইজি বাড়ির আবাস বৃত্তান্ত।

'বাইজি'রা রাজ দরবারে বা রঙমহলে শাস্ত্রীয় নৃত্য-গীত পরিবেশন করে প্রচুর অর্থ এবং খ্যাতিলাভ করতেন। তেমনই বিপুল অর্থ আয়ের জন্য তাঁরা বাইরে গিয়ে 'মুজরো' নাচতেন বা গাইতেন। তেমনই আবার কখনও নিজেদের ঘরে মেহফিল বসাতেন।

বাঈজি শব্দটি সে যুগে বিভিন্ন নামে উচ্চারিত হতো। যেমন — খঞ্জরি, ছান, গৎগতি, নাচনি, দেবদাসী, বাঈ (বাই), তওয়াইফ, নাচওয়ালি, পাতুর, রামজানি, ওয়ালওয়ালি। এঁদের পেশা বা বৃত্তি হল — খেমটা নাচ, ঠুমকি, তবফা, পাতুর, বাজি ও বাঈজি নাচ।

উনিশ শতক বা তারও আগে কলকাতার বাইজিরা বউবাজার অঞ্চলটি ছিল বেশ্যা বা বাইজিদের বাসস্থান। এই বেশ্যা (বারাঙ্গনা) বা বারবনিতা ছাড়াও তৎকালীন নবাব, জমিদার ও পয়সাওয়ালা বাবুদের গৃহপ্রাঙ্গণ মুখর রাখত কুলললাগা।

এক সময় মুন্নিবাই ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খাঁ জলসা ঘরের বাঈজি। সেসময় ওঁর রূপ ও গুণে মুগ্ধ হয়েছেন অনেক যুবা পুরুষ। ইতিহাস খ্যাত পলাশির যুদ্ধের খলনায়ক মিরজাফর (১৭৬৫) সংগীতের মুগ্ধতায় বিয়ে করেছিলেন নর্তকী মুন্নি বাঈজিকে ও পরে বাবুরবাইকে। একদা মুন্নিবাইকে লর্ড ক্লাইভের মনোরঞ্জনের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন স্বয়ং মিরজাফর।

সে সময়কার বিখ্যাত নর্তকী বা বাইজিরা হলেন, নিকি, আসরুম, বিছুয়াবাই, কৃষ্ণভামিনী, মালিকাজান এবং তাঁর কন্যা কিংবদন্তী নর্তকী গহরজান। গহরজানকে এক সময় বলা হতো ভারতের নাইটিংগেল। এছাড়া ছিলেন আগ্রার মুস্তাকবাই। আবার নিকার সময় আরও কিছু বাঈজিদের নাম পাওয়া যায় তৎকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে। তাঁর বিখ্যাত হয়েছেন বিভিন্ন কারণে। তাঁরা হলেন, বেগমজান, হিঙ্গলবাই, নান্নিজান, সুপনজান প্রমুখ।

ইন্দোররাজ শিবাজি হোলকারের রাজসভায় বিখ্যাত বীনাকার স্বয়ং বন্দে আলি খাঁ বীনা বাজিয়ে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে মুগ্ধ করেন সকল শ্রোতাদের। শিবাজির খাস নর্তকী চুন্নবাই কিন্তু ছিলেন সেদিন শ্রোতাদের মধ্যে। মুন্নিকে দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনই তাঁর সুরেলা কণ্ঠের যাদুতে সকলকেই আচ্ছন্ন করতে পারেন। এমনই এক শিল্পী চুন্নবাই। বীনাকার-এর বাজনায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে ইনাম (পুরস্কার) দিতে চেয়েছিলেন বীনাকারকে। সুরে মুগ্ধ রাজাকে চমকে দিয়েছিলেন, বন্দে আলি খাঁ ইনাম হিসাবে চেয়ে বসেন বাঈজি চুন্নবাইকে। এর শেষ পরিণতি কি ঘটেছিল তা আজও জানা যায়নি।

তখন ঢাকায় বাঈজিদের নাচ-গান শুরু হয়েছিল মোঘল আমল থেকেই। সুবেদার ইসলাম খাঁর দরবারে (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে) যাঁরা নাচ-গান করতেন তাদের 'কাঞ্চনী' বলা হতো। উনিশ শতকে ঢাকার নবাব নুসরাত জং, নবাব শামসুদ্দৌলা, নবাব কামারুদ্দৌলা এবং নবাব আবদুল গণি ও নাবব আহসান উল্লাহের সময়ে বাইজিদের নাচ-গান তথা মেহফিল প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁরা আহসান মঞ্জিলের রঙমহল, শাহবাগের ইসারত মঞ্জিল, দিলকুশার বাগানবাড়িতে বাইজিরা নৃত্য-গীত পরিবেশন করতেন। বাঈজি নাচ ও খেমটা নাচ সেকালে ঢাকার মানুষদের জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন এক সময় তাঁর ছেলের বিয়েতে ঢাকা থেকে বাঈজি আনতে পেরেছিলেন বলে তিনি নিজেকে গর্ব অনুভব করতেন।

বাংলার সংগীতধারা, কলকাতার. জীবনস্রোত স্পর্শ করেছিল সেই সময়কার ঢাকা শহরকে। সেই অতীতে ঢাকার বিখাত বাইজিদের মধ্যে ছিলেন, আমিরজান, অটলবাই, গুণরাজলক্ষ্মী, গোবিন্দরানি, ইমানি প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন আরও এক বিখ্যাত বাইজি। তাঁর নাম কালী বাঈজি। সে সময় ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তারিনীশংকর রায়চৌধুরী। তারিনীবাবুই কালীকে বিখ্যাত হতে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন বলে শোনা যায়।

আবার হেকিম হাবিবুর রহমান তাঁর লেখায় অনেক বাঈজিদের নাম তিনি বলেছেন। যেমন, 'আবেদী বাই, আন্নু, গান্নু, নোয়াবিন, পিয়ারী বেগম, আচ্ছি বাই, ওয়াসু, বাতানী, হীরা, লক্ষ্মী, জামুরা' ও রাজলক্ষ্মী প্রমুখ। এছাড়া সত্যেন সেনের লেখা থেকে জানকীবাই ও মালেকা- জানের নামও জানা যায়। ঢাকায় মেহফিলে অংশ নিয়েছিলেন — গহরজান, জদ্দান ও মুশতরী বাই।

এই লেখাতে ঢাকার জিন্দাবাহার লেনের দেবী বাইজি ও হরিমতী বাঈজির নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। জিন্দাবাদ লেনের বাসিন্দা বিখ্যাত শিল্পী পরিতোষ সেনের লেখায় হরিমতী বাঈজির কথা আছে। তিনি লিখেছেন — 'হরিমতী বাঈজির ঘরটি আমাদের বারান্দা থেকে পরিস্কার দেখা যায়। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো সকালে ভৈরব রাগে গান ধরতেন 'রসিয়া তোরি আখিয়ারে, জিয়া লাল চায়' ঠুংরি ঠাটের এ গানের কলিতে আমাদের জিন্দাবাহার গলি কানায় কানায় ভরে উঠছে।'

তখনকার সময়ে ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেসব বাঈজিরা খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে ছিলেন বা সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লখনৌর প্রখ্যাত গায়ক ও তবলা বাদক মিঠন খানের নাতি সাপান খানের স্ত্রী সুপারজান বিবি উনিশ শতকের শেষ দিকে তিনি ঢাকায় ছিলেন।

১৮৭০-এর দশকে ঢাকার শাহবাগে নবাব গণির এক অনুষ্ঠানে মুশতারী বাই সংগীত পরিবেশন করেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবদুল গফুরের নজরে পড়েছিলেন তিনি। ১৮৮০-র দশকে শাহবাগে এলাহীজান নামে অন্য এক বাঈজির নৃত্য ও তাঁর করুণ পরিণতির দৃশ্য দেখেছিলেন হাকিম হবিবুর রহমান।

নবাব গণির দরবারে নিয়মিত নৃত্য-গীত পরিবেশন করতেন পিয়ারি বাই, হীরা বাই, ওয়ানু বাই। আর ছিল তিন বোন তাঁরা হলেন — আবেদি বাই, আন্নু বাই ও নওয়াবিন বাই। এরা সকলেই ছিলেন স্বনাম খাত বাইজি।

ওই শতকেই ঢাকার নবাব আবদুল গণির আমন্ত্রণে শাহবাগের বাগানবাড়িতে এসে গান গেয়ে মুগ্ধ করেছিলেন সেকালের বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক আবদুল নাক্সকানকে। নবাব গণির দরবারে যে সব বাইজিরা নাচ-গান করতেন তাঁরা হলেন -- পিয়ারীবাই, হীরাবাই, ওয়ামুবাই, আবেদীবাই, আন্নুবাই, নান্নুবাই ও নওয়াবিন বাই।

আবার কলকাতায় এক বিখাত বাঈজির গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রখ্যাত রাঁইচাঁদ বড়াল, গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ও কবি নজরুল ইসলাম। এক সময় রেডিওতে মুশতারী বাঈয়ের গান শুনে ফোন করেছিলেন রেডিও স্টেশনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এই দেবীকে কোন গন্ধর্বলোক থেকে নিয়ে এলে?' আরও শোনা গেছে — রাজা রামমোহন রায় মানিকতলার বাগানবাড়িতে রাতের আসর মাতিয়ে তুলতেন নিকিবাই। তাঁর প্রসংশা করেছেন ফ্যান্সি পার্কস।

আঠারো শতকের শেষার্ধে বাংলায় বিশেষ করে কলকাতায় বাঈজিদের আগমন ঘটতে থাকে। অয়োধ্যার বিতারিত নবাব ওয়াজেদ আলি শহর কলকাতা মেটিয়াবুরুজ এলাকায় নির্বাসিত জীবন-যাপন কালে সেখানে সংগীত সভার পত্তন ঘটে। ওয়াজেদ আলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক বাঈজির আগমন ঘটেছিল। বেশিরভাগ বাঈজিই রাগ-সংগীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্য বিশেষত কত্থকে উচ্চ শিক্ষা নিতেন। কলকাতার একটি আসরে মোস্তাক বাই পূরবী রাগে খেয়াল গেয়ে সুরের মদিরায় শ্রোতাদের এমন আচ্ছন্ন করেছিলেন যে ওই আসরে পরবর্তী শিল্পীরা হলেন ফৈঁয়াজ খাঁ, এনায়েত খাঁ ও হাফেজ খাঁ। এই গানের পর শিল্পীরা মঞ্চে উঠতেই রাজি হন না। কারণ, ওঁর গানে পর কেউই আসর জমাতে পারবেন না।

লালচাঁদ বড়ালের গুরু বিশ্বনাথ রাওয়ের ছাত্রী মানদা। কলকাতা ল্যান্স ডাউন রোডে নাটোর হাউসে বিখ্যাত ফৈঁয়াজ খাঁ-র সাথে একসঙ্গে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন ১৯২৭ সালে। যা সে সময় কল্পনা করা যেত না। এভাবেই সমাজের কাছে নিস্প্রভ করে দিয়েছিলেন গণিকার আত্মজা হওয়ার কষ্ট। অথচ তাঁর সুরেলা কণ্ঠে গাওয়া ৫০টি রেকর্ড রয়েছে। তার মধ্যে ৩টি রবীন্দ্রসংগীত।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় কলের গানের (গ্রামাফোন) রেকর্ডকে গানে ভরিয়ে তুলেছিলেন সালকাজান, গহরজান, হরি বাইজিরা। গহরজান গাইলেন রবীন্দ্রনাথের 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না' আবার রবীন্দ্রনাথের গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন কৃষ্ণভামিনীও। ১৮১৯ সালে শরচ্চন্দ্র শীল-এর সংগ্রহে প্রকাশ পেয়ছিল 'বাইজি সংগীত'। মোট ১৩৮টি গানের সংকলন। যার শুরুতেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি' এছাড়া রয়েছে অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের গান। সেই সময়কার সেই সব গান বাইজি কণ্ঠে শুনে নিশ্চয়ই কারও চরিত্র খোয়া যায়নি বরং নতুন ঐশ্বর্য পেয়েছে। বাইজিদের সে সব গান তখন মুগ্ধতা ছড়িয়েছে সমাজের উচ্চস্তরেও।

বউবাজারের হাড়কাটা গলি কলকাতা শহরের অন্যতম প্রাচীন নিষিদ্ধ পল্লী এটি। হয়তো অনেকেরই অজানা। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ঠিক উল্টো দিকে এই এলাকার প্রবেশ পথ। কথিত আছে, বউবাজারের বাঈজি কালচারের শুরু নাকি এখান থেকেই। যদিও সে কালচার আজ অতীত। আবার কলকাতার বুকেই এক সময় সোনাগাছির কৌতূহল ছিল নীলকমলকে ঘিরে। নীলকমলের বাড়িটি ছিল একদা অভিজাত বেশ্যাদের আখড়া। দুরন্ত সব বাইজির নাচ হতো এখানে। পয়সাওয়ালা বাবুরা নরক গুলজার করতে রাত কাবার করে দিতেন এই নীলকমলের কুঠিতে। সেসব আজ অতীত ইতিহাস হয়ে রয়েছে। তবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই সোনাগাছিকে কেন্দ্রে রেখে পূর্বে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, পশ্চিমে চিৎপুর এই বিরাট অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছিল বেশ্যাপল্লি ও বাঈজি পাড়া।

এছাড়া বহু তথ্য পাওয়া যায় সেই সময়কার বিভিন্ন লেখকের লেখায়। যেমন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) -এর লেখা 'নববাবু বিলাস' বইটিতে তৎকালীন সময়ের বাইজিদের সম্পর্কে বার্তা পাওয়া যায়। আবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)-এর লেখা 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইটিতে লেখক লিখেছেন এক বাঈজির স্মৃতি — 'তখন আমি দস্তুরমতো গানের চর্চা করি। কোথায় যে গাইয়ে বাজিয়ে এল গেল, সব খবর আসে আমার কাছে। কাশী থেকে এক বাঈজি এসেছে, নাম সরস্বতী বাঈজি, চমৎকার গায় শুনতে হবে। এক রাত্তির ছ'শ টাকা নেবে। শ্যামসুন্দরকে পাঠালুম, 'যাও দেখো কত কমে রাজি করাতে পারো।' শ্যামসুন্দর এসে বললো, 'তিনশ টাকা তার গানের জন্য, আর দুটি বোতল ব্রান্ডি দিতে হবে। ব্রান্ডি না খেলে সে গাইতে পারে না।' সরস্বতী এল সভায়। স্থূলকায়, নাকটি বড়িপনা, দেখতে চিত্তির। নাটরের রাজা জগদীন্দ্রনাথ বলেন, 'অবনদা, করেছ কি! তিনশ টাকা জলে দিলে?'

দুটি গান গাইবে সরস্বতী। দশটা বাজল। গান আরম্ভ হল। একটি গানে রাত এগারোটা। সরস্বতীর চমৎকার গলার স্বরে অত বড় নাচঘরটা রমরম করতে থাকল, কী স্বর সাধনাই করেছিল সরস্বতীবাঈ। আমরা সব স্তব্ধ হয়ে বসে। এক গানেই আসর মাত। গানের রেশ তখনও সবাই মগ্ন। সরস্বতীবাই বলল, 'আউর কুছ ফরমাইয়ে।' গান শুনে তাঁকে ফরমাস করার নেই কারও। এর ওর মুখের দিকে তাকাই।' এরপর তাঁকে একটা ভজন গাইতে বলেছিলেন অবন ঠাকুর। সরস্বতীবাই গাইলেন 'আও তো ব্রজ চন্দলাল'। গানের মুগ্ধতায় হৃদয়ে আরও একবার টান পড়ল। আবার অবনীন্দ্রনাথের লেখায় ঠাঁই পেয়েছে অতীত দিনের এক রাতের কথা। সরস্বতীবাঈয়ের কথা। তেমনই এর পাশাপাশি ঠাঁই পেয়েছে ভুবনবাই, নান্নিবাই আর জানবাঈয়ের কথাও। আমরা আরও জানতে পারি তৎকালীন সংগীতবিদ অমিয়নাথ সান্যাল (১৮১৫ -১৯৭৮)-এর কথা থেকে। তিনি শুনিয়েছেন আমাদের অন্য কথা। তিনি মনে করেন — 'বাঈজিরা চরিত্রহীন বলে লোকে ভাবে। কারণ তাঁদের জীবনে অনেক পুরুষের সমাগম ছিল। কিন্তু নাচ-গান করে পয়সা রোজগার এট তো একটা প্রফেশন। গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে বেঁচে থাকার তাগিদেই প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করেন অনেক মানুষ। এই যে এত বড় বড় বাইজি, যাঁদের লোকে ঘৃণা করে, আমার মতে তাঁরা এক একজন গান্ধর্বী। আসলে আমার দুর্ভাগ্য যে, একজন গান্ধর্বীর যে সম্মান পাওয়া উচিৎ ছিল, সে সম্মান আমরা দিতে পারিনি।'

আবার আমরা এ-ও জানতে পারি ১৮৮০-র দশকে ঢাকায় নাটক মঞ্চায়নের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বাতানী, জামুরাদ, পান্না, হিমানী, আমিরজান, রাজলক্ষ্মী, কানী, আবছন প্রমুখ। এছাড়াও কলকাতা থেকে ঢাকায় আসতেন মালকাজান বুলবুলি বাই, গহরজান বাই, মালকানজান আগরওয়ালী বাই, জানকী বাই, জদ্দন বাই, হরিমতী বাই প্রমুখ। ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে তৎকালীন সময়ে বাইজি বা বারাঙ্গনা পাড়া ছিল। সে সময় বাইজি পাড়া হিসাবে গঙ্গাজলি ও সাঁচিবন্দর ছিল। ঢাকার ইসলামপুর ও পটুয়াটুলি থেকে যে পথটি ওয়াইজঘাট নামে বুড়িগঙ্গার দিকে চলে গেছে তার নিকট ছিল গঙ্গাজলি। সে সময় সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে তবলার বোল, সেতারের ঝংকার আর নুপুরের নিক্কণে গঙ্গাজলির পরিবেশ মুখরিত হয়ে উঠত।

উনিশ শতক বা তারও আগে বাঈজিদের জীবনে ঘটে যাওয়া নানা কাহিনি শোনা যায়। যেমন কখনও কখনও বাঈজি ও তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠার খবরও শোনা গেছে। তখনকার সময়ে যাঁরা বাঈজি বাড়ি বা কোঠিতে যেতেন তাদের কেউবা বাইজির রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে বা প্রেমে পড়ে গিয়ে বিয়ে করার বাসনা জেগেছে অনেকেরই। বিশেষ করে অর্থবান পুরুষ প্রেমিক চাইতেন যে, তাঁকে বাকী জীবনের জন্য রক্ষিতা হিসাবে রাখতে। আবার কেউবা চাইতেন বিয়ে করে ঘর-সংসারী হতে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে প্রেমিক বিবাহিত। প্রেমিকা যখন জানতেন যে তাঁর প্রেমিক বিবাহিত। তখনই প্রেমিকা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হতেন। তাঁরা কখনই চাইতেন না কারও বিবাহিত জীবন নষ্ট করে দিতে। এ কারণেই প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছেন। কখনও নিয়েছেনও। আবার এ-ও শোনা গিয়েছে বাঈজিরা নিজেরা অর্থবান হয়েও কখনও সংগীতপ্রিয় রসিকের প্রেমে পড়েছেন। যখন জানতে পারেছেন প্রিয় প্রেমিক বিবাহিত। তখন পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এক্ষেত্রেও প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের প্রতিহিংসা জাগা স্বাভবিক। তবে অনেক বাইজিরা সারেঙ্গি বাদকের সঙ্গে ভাব-ভালবাসার সম্পর্ক থেকে বিবাহিত জীবন কাটানোর খবর পাওয়া যায়। এসব নিয়ে অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে। আবার এ-ও শোন যায় — ঘুঙুর একবার পায়ে বাঁধলে, তাঁদের ঘর বাঁধার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায়। একথা বাঈজিরা বলেতেন। তবে বাইজিদের কারও সুখের ভাগ্য ছিল বলে শোনা যায়নি।

সেকালে যাত্রা-থিয়েটার, হাফ-আখড়াই, কবির লড়াই, তরজা, পক্ষীদলের আড্ডা, সঙের নাচের মতো পুজোর দিনগুলিতে রাজা নবকৃষ্ণ দেবের শোভাবাজার রাজবাড়িতে বাবুদের চিত্ত বিনোদনের নানাবিধ ব্যবস্থার সঙ্গেই বসত জলসাঘরে বাঈজি নাচ-গানের আসর। ১৯৪০ সালে শেষবারের মতো বসেছিল বাইজি নাচ-গানের আসর।

শোভাবাজার রাজবাড়িতে দিল্লি, লখনৌ, বেনারস (কাশী) থেকে আনা হতো নামকরা বাইজিদের। সেই তালিকায় নাম রয়েছে — বেগমজান, নিকি, গহরজান, আমরানবাই, মালকাজান ছাড়াও আরও অনেকের নাম জানা যায়। আর যাঁরা বাইজি নাচ-গানের আসরে আমন্ত্রণ পেতেন সে তালিকাও বেশ সুদীর্ঘ। কে নেই সে তালিকায়? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মৌলভি মহম্মদ আলি প্রমুখ তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা।

আমন্ত্রিত তালিকা থেকে বাদ পড়তেন না সাহেবরাও। এক্ষেত্রে ইংরেজদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — লর্ড ক্লাইভ, ডেভিড হেয়ার, ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড বেন্টিঙ্ক সহ আরও অনেকে। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানের রাজারাও ডাক পেতেন শোভাবাজার রাজবাড়িতে।

দীর্ঘ অতীতের পাশাপাশি সেই আমলেও কলকাতায় বাঈজি পেশায় ঘরছুট, সমাজ পরিত্যক্তা নারীরা যোগ দিলেও মূলত এঁরা নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠীর নারী। বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক আদিবাসী, খণ্ডজতি পেশাদার সম্প্রদায় ছিল। যাঁরা নেচে-গেয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করত। কালক্রমে এইসব সম্প্রদায়ের মহিলারাই দলবদ্ধ ভাবে বাইজির জীবন-যাপন শুরু করেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে — পাতুরিয়া, মিরাসি, কাঞ্চনী, চুনেওয়ালি, নাগরানি, ডোমিনি ইত্যাদি গোষ্ঠীর মহিলারা। শ্রেণি বা গোষ্ঠী ভেদে বাঈজিদের সামাজিক মানের তারতম্য ঘটল। সেই অনুযায়ী পৃষ্ঠপোষকও ছিল আলাদা। বাঈজিরা পরম্পরাগতভাবে ছিল দরবারের শিল্পী। চিরস্থায়ী ব্যবস্থা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এই পৃষ্টপোশকতার যুগে শেষ হয় দেশ স্বাধীনতার উত্তরকালে। এই পেশায় কাঠামোগত পরিবর্তন আসে অনিবার্যভাবে।

হাল আমলের কলকাতার বাইজিরা নিজেরাই এক একটি স্বয়ং ও স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান। নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত পৃষ্টপোষকের অভাবে এঁরা এখনও বাজার নির্ভর। ভারতীয় মার্গ সংগীত এবং ধ্রুপদী নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে এই পেশায় সম্পর্ক নিবিড়। তবে পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে তাল রাখতে এখনকার বাঈজিদের শুদ্ধ মার্গ সংগীত থেকে শুরু করে চটুল হিন্দি ফ্লিমি গান, উত্তর ভারতের আঞ্চলিক গান সবই জানতে হয় এবং শোনাতে হয় শ্রোতাদেরও।

অতীতের সব কিছু একদিন বদলে যায়। বদলে যায়, বাঈজি বিলাস, ঠুংরি, গজল, টপ্পা, ঘুঙুরের আওয়াজ থেকে বাবুদের 'এনকোর এনকোর' ধ্বনি। বেহিসেবি সমীকরণে বদলে যায় রাজা-বাদশ, জমিদারও পয়সাওয়ালা বাবুদের আগ্রহ- আশা-আকাঙ্ক্ষা, বদলে যায় জীবন-যৌবনের উত্তরাধিকার। গড়ে ওঠে নতুন বসতি। অতীতের চেনা পল্লি বদলে যায় অচেনা জীবনবোধে। সংগীতের বোল-বাণী নিজস্ব হয় বাইজি কোঠিতে। নতুন শহরের ভাঁজে ভাঁজে স্তব্ধ হয়ে যায় বাইজির কণ্ঠের সুকোমল সুর, সারেঙ্গির তান, তবলার লহরা ও বোল আর ঘুঙুরের ধ্বনি। বাবুদের ফিটন গাড়ি, চওড়া পাড়ের ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবির সাজও আজ বদলে যায় ইঙ্গ-ভারতীয় ধারায়। জীবের আঁধারে নিভে যায় জলসাঘরের ঝাড়বাতি। হারিয়ে যায় বাঈজি কথা।